কল্লোলিনী।

শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত।

১নং হেরিংটন ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৩ সাল।

 [মূল্য ১৷৷০ টাকা

২০১ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট্
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে
ও প্রকাশকের নিকট ১নং হ্যারিংটন
ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

উৎসর্গ।

জনক জননীর ঋণ কেহ শোধ করিতে পারে না, ইহা শাস্ত্রের কথা; কিন্তু আজি কালিকার দিনে আমরা সকলে এ কথাটা বুঝি না, এ কথার অর্থ ভাবিয়া দেখি না; তাই জনক জননীর প্রতি সামান্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমরা পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছি বলিয়া কতই না গৌরব করিয়া থাকি। আমরা দেশীয় শাস্ত্র ভুলিয়া বিদেশীয় দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি।

কিন্তু আমরা যদি ইহকালে সুখ চাই, পর-কালে শান্তি চাই, আধ্যাত্মিক উন্নতি চাই, তবে আমাদের শাস্ত্রের আদেশপালনের অভ্যাস করিতে হইবে।

পিতা মাতা হইতেই আমাদের অস্তিত্ব; অতএব তাঁহাদের সন্তোষসাধনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি,

আমি এই কর্ত্তব্যপথে যেন দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি।

আজ আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি জননীর প্রীতি-কামনায় উৎসর্গ করিলাম।

ধর্ম্মধনের অপেক্ষা, শ্রেয়, প্রেয় ও দেয় কিছুই নয়। আমি যদি তাহার এক বিন্দুও পাইয়া থাকি, এবং সেই বিন্দুমাত্রের যদি একটু খানিরও প্রতিবিম্ব এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে সেই টুকু বিশেষ রূপে আমার মাকে উৎসর্গ করিলাম। ইতি।

মৃণালিনী।

সূচী।

ভূমিকা।

"কিং রোদিষি ত্বং বিধবেতি বৎসে!
প্রমার্জ্জয়াশ্রূণি বিয়োগজানি।
ত্বমাত্মদানং কুরু কৃষ্ণহস্তে
চিরায় নির্বাস্যতি শোক এষঃ॥

কেন বাছা কাঁদ তুমি বিধবা বলিয়া?
নয়নের জল তুমি ফেলহ মুছিয়া;
আত্মদান কর তুমি শ্রীকৃষ্ণের করে,
জুড়াবে বৈধব্যজ্বালা চিরকাল তরে।

কিমপ্রজাস্মীতি করোষি দুঃখং
প্রমার্জ্জয় ত্বং নয়নোদকানি।
পুত্রেতি কৃষ্ণং হৃদি ধারয় ত্বং
চিরায় যাস্যত্যনপত্যতা তে॥

কেন বাছা দুঃখ কর অপুত্রা বলিয়া?
নয়নের জল তুমি ফেলহ মুছিয়া;
পুত্র বোলে হৃদে তুমি ধর কৃষ্ণধন,
পুত্রের অভাব নাহি হবে কদাচন"।

কি মধুর শ্লোক! হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা এই অমৃতময় শ্লোক পাঠে নির্ব্বাপিত হয়।

যখন হৃদয় ভবিষ্যতেব দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখন এই মধুরতম আশ্বাসপ্রদ শ্লোকাবলী স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করে।

এই শ্লোক আমার অবলম্বন স্বরূপ, তাই আমার সাধের কল্লোলিনী,—প্রিয়তমা তৃতীয়াত্মজা কল্লোলিনীর ললাটে এই অমৃত অলঙ্কার সংলগ্ন করিলাম।

যে মহানুভব ইহা আমায় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করি, এই গ্রন্থে যদি এক বিন্দুও অমৃত থাকে, তবে তাহা তাঁহারই অমৃতময় উপদেশের ফল। ইতি।

১ বৈশাখ,
সন ১৩০৩ সাল। } গ্রন্থকর্ত্রী

পুনশ্চ—এই গ্রন্থের "ফুলের বিয়ে" শিরস্ক কবিতা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশব সঙ্গীতের "ফুলবালা" গাথার আদশে রচিত হইয়াছিল। "ফুলবালার" মত সুন্দর হয় নাই বলিয়া এত দিন ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম; এক্ষণে অনেক সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করা গেল।

কল্লোলিনী।

(গীতিকাব্য।)

ভারতী

রবি বর্ম্মার চিত্রিত সরস্বতী মূর্ত্তির আদর্শে।

(গীত)

এস মা করুণাময়ি আশ্রিতবৎসলে !
তোমার দাসীর এই জীবন-পাদপ-তলে।

মানস-সরসী-তীরে
ফুটিয়া উঠিছে ধীরে—
রাখ মা চরণ এই হৃদয়-কমলে।

বীণাটি লইয়ে করে,
বাজাও মোহন স্বরে ;
আসন গ্রহণ করি এ অন্তর-শিলাতলে।

ধরি সে মহান তান,
গাহ মা, গাহ মা গান,
যে তানে পাষাণো দেবি! গিয়েছিল গ'লে

সে মহা আনন্দ তান,
সে বিশ্ব-মাতানো গান,
বিচিত্র মূরতিময়ী সে বিশ্ব-রাগিণীদলে,—

আমার মানস সরে,
তুলিবে তরঙ্গ-স্তরে,
ফুটায়ে তুলিবে মোর হৃদি-শতদলে।

শুনি সে মহান গীত
হবে দেবি বিকশিত,
জীবন-তরুতে মোর, কুসুম, আনন্দছলে।

প্রাণরূপী এ ময়ূর,
শুনি গান সে মধুর,
নাচিবে হরষে তব চরণের তলে।

অভিলাষ।

(এক বর্ষ হোলো পূর্ণ গিয়াছ চলিয়া,
নিতান্ত একাকী বেশে রাখিয়া আমায়।
এক বর্ষ দেখি নাই মূরতি তোমার,
শুনি নাই স্নেহমাখা সে মধুর বাণী;
এ জনমে দেখিব না, শুনিব না আর।
কত বর্ষ কত যুগ যাইবে বহিয়া—
এ শূন্য জীবন দিয়া।—যদি এ পরাণ—
দীর্ঘকাল করে বাস এ মর ধরায়।)

গিয়াছ কোথায় তুমি জানি না সে কথা;
জীবনের পরে যদি নূতন জীবন—
থাকে মানবের, যদি থাকে পরকাল;
তবে পুন দেখা হবে তোমায় আমায়।
উপযুক্ত বেশে আমি নিকটে তোমার
যাইতে, এখন হোতে করিব যতন।

জীবনের কাজ মোর যত দিন ধোরে—
শেষ নাহি হয়, তুমি অলক্ষিতে মোর
হৃদয়ে—যোগাও তব অমর শকতি।

তোমার শকতি মোরে রাখুক জীবিত
কঠোর এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে করিবারে কাজ।
শত বিঘ্ন যাব দলি নামেতে তোমার,
অনা'সে করিব ছিন্ন প্রলোভন জাল।

(তুমি অলক্ষিতে সদা দেখিয়ো আমায়,
অবশ কাতর হোয়ে নাহি পড়ি যেন।
জগতের প্রপীড়নে না হই ব্যথিত,
জগতে থেকেও যেন শত দূরে রই।

এখন জগতে মোরে দেখে নানা ভাবে।
কেহ করে উপহাস, কেহ অবহেলা,
কেহ ঘৃণা, কেহ ঈর্ষা করে মোর সাথ;
কেহ বা দেখায়ে স্নেহ প্রদানে সান্ত্বনা।
প্রকৃত মমতা, স্নেহ করে না তো কেহ,
(নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু দু একটী ছাড়া)

(ত্যজিয়া আমায় তুমি গিয়াছ বলিয়া,
সহিতে হোতেছে মোরে কত অত্যাচার।
অনাথা বিধবা নারী হেয় জগতের,
অবজ্ঞেয় সমাজের, কণ্টক ধরার;—)

জানি আমি; তবু মোর গর্ব্বিত হৃদয়
শেখেনি হইতে নত, জগত-দুয়ারে,—
এখনো। ইহার তরে করে উপহাস
কত লোকে, কত বলে;—বলুক্ তাহারা!
সুখী যদি হয় তাহে, হোক্ সুখী তবে।
ক্ষতি-বৃদ্ধি আমার তো কিছু নাই তাহে!
মর্ম্মপীড়া অনুভব নাহি করি যেন
মিছামিছি তবে। অতি তুচ্ছ বলি সব
পারি যেন এ হৃদয়ে করিতে ধারণ।

'আমি'' ।

ঘুমায়ে ছিনু যে "আমি" যুগযুগান্তর,
ছিলাম যে মায়াময় স্বপনের দেশে ;
জাগাইল আজি মোরে কার তীক্ষ্ণ স্বর !
চেতনা লভিনু আজি কাহার পরশে ?

চারিদিকে চেয়ে দেখি অবাক্ নয়নে !
সকলি নূতন ছবি লয় মোর মনে।
আমিও সে "আমি" নই, আর কোন জন,
অধিকার করিয়াছে যেন এ আসন।

কে "আমি" সদাই মনে এ প্রশ্ন উদয়।
আকুলি' আমার তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়াই।
পাগল করেছে মোরে অশান্ত হৃদয়,
পথ ভুলে ভুলে যাই যেথা যেতে চাই।

এই পথ খুঁজে পাই, হারাই আবার
চারি দিকে ছেয়ে আছে দারুণ আঁধার।
দূরে দূরে অতি দূরে আকাশের তলে,
একটি তারকা শুধু মিটিমিটি জ্বলে।

আমি।

চলিয়াছি তাহারেই কোরে ধ্রুব তারা ;
তারি পানে চেয়ে আছি অসীম-বিশ্বাসে।
সে পথ দেখায়ে দেবে হোলে পথহারা।
বাঁধিয়াছি এ পরাণ আশার আশ্বাসে।

২৫ বৈশাখ। ১৩০২

পথিক।
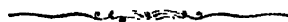
"কোথা যাও চলি একেলা পথিক্!
আঁধার ঘন ঘোর দেখ হে দিক্;
একেলা এ রাতে পথ কোথা পাবে?
যেয়ো না দেখ মনেতে বুঝে।"

"না না ফিরিব না, ডেকো না ডেকো না
আঁধারেই পথ লইব খুঁজে।

গৃহের বাহির হয়েছি যখন,
আর ফিরে আমি যাব না কখন;
আঁধারে, আলোকে, রজনী, দিবসে,
শরতে, নিদাঘে, বরষা শীতে,

সমান চলেছি; সকলি সমান
অটল নির্ভীক আমার চিতে।"

"কি ধনের আশে চলেছ না জানি,
এত অসহন দুখ তুচ্ছ মানি;
কি ধন সে? বল যদি দিতে পারি;
আমাদের ঘরে সকলি আছে।

ধন মান যশ কোন্‌টি ইহার
অভাব রয়েছে তোমার কাছে ?”

“ছি ছি ! ও সকল আমি নাহি চাই,
ছেড়ে দাও পথ ত্বরা চলে যাই ;
আমার লাগিয়ে হবে না ভাবিতে,
ফিরে যাও সবে আপনা বাসে।

তোমরা জান না সে ধনের কথা—
হয়েছি পাগল যে ধন আশে।”

“পাগলেরি মত দেখি যে তোমায় !
এমন কি ধন রয়েছে ধরায়—
আমরা জানি না বারতা যাহার ?
———করতলগত, মোদের, ধরা ;

ওলট পালট করিবারে পারি
নিমেষের মাঝে ভুবন মোরা।”

“এবে তোমাদের পেরেছি চিনিতে।
ক্ষমা কর, আমি না চাহি কিনিতে—
ও মিছা সৌভাগ্য,—প্রাণ বিনিময়ে ;
———জীবনের সার বুঝেছি আমি।

রেখে দাও তুলে,—আছে কত জন
ধন মান খ্যাতি যশের কামী।

১৩০২।' ২৫ বৈশাখ।

হৃদয়ের প্রতি। (গীত)।

হৃদয়! চিনিনে—চিনিনে তোরে,
জানিনে তোর কেমন ধারা।

তুই,—কত খেলাই খেলিস্ আমায় নিয়ে,
তুই,—কখন কোথায় নিয়ে যাস্ আমায়,
কত নূতন নূতন পথ দিয়ে;

আমি,—কিছুই পাইনে ঠিক,
আপনি আপনহারা।

তোমাতে আমায় পাব বুঝেছি তা অনুমানে;
তাই.—তোমারে ধরিতে যাই, নাহি পাই সন্ধানে।

তুমি,—কখন কোথায় থাকো,
বুঝিতে না পারি কিছু;

ধরিবার আশে আমি,
চলিয়াছি—পিছু পিছু।

হৃদয় রে! একি তোর খেলা মোর সাথে?

কেন লুকোচুরি এত?

দেখাও স্বরূপ,—আমি ভ্রমিয়া হয়েছি সারা।

অভিমান

পূর্ণ হোক্ ইচ্ছাময়! বাসনা তোমার,
নিলে সুখ-সার ধন,
ভেঙ্গে চুরে প্রাণ মন,
রোধিতে শকতি, কই হোলো না আমার!
যাক্ মোর সব যাক্,
শুধুই আমার থাক্,—
অতৃপ্তির হাহাকার, এ জীবনে সার।

কেড়ে যে নিয়েছ ধন,
রবে তার নিদর্শন,—
তোমার কলঙ্ক;—এই বেশ—বিধবার।
তুমি নাকি দয়াময়!
তাই তো জগতে কয়;
পেনু ভাল পরিচয় এখন দয়ার।

যদি জন্ম জন্ম কত,
পাপ কোরে থাকি শত,

দণ্ড দিয়ে দিলে ফল উচিত তাহার ;
এতে তব মহিমার,
পরিচয় কিবা আর,
পতিতপাবন নাম কোথায় তোমার ?

* * * * * * * *

আর কোয়ে কাজ নাই,
যা কোরেছ বেশ তাই ;
এবে তুমি এস প্রভু হৃদয়ে আমার।

১৩০২। ৯ জ্যৈষ্ঠ।

শুভময় তুমি।

শুভময় তুমি প্রভু জানি ইহা জ্ঞানে।
তবুও তোমায় কত বলি অভিমানে॥
সামান্যা মানবী আমি,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী;
যোগী ঋষি কত তোমা' না পায় সন্ধানে।

হই না সামান্যা আমি, তোমারি দুহিতা,
হও ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, আমার যে পিতা।
সখা তুমি প্রভু তুমি,—
জননী, জনম-ভূমি,—
কি নও আমার তুমি, আমি জানিনি তা।

আমার জীবন তুমি, মরণ আমার।
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ মোর, সহিত তোমার॥
অধিকার কোরে তাই,
দুঃখ জানাইতে চাই,
কভু অভিমান;—কভু আবদার।

এতে কি করিবে রোষ ক্ষুদ্র আমা' প্রতি ?
—না—না—আমি জানি তুমি প্রেমময় অতি।
যে ভাবে যে তোমা' ডাকে,
কৃপা করি তুমি তাকে,
সেই ভাবে তার কাছে কর প্রভু, গতি।

১৩০২। ৯ জ্যৈষ্ঠ।

দয়া কর জগতের পতি।

গীত।

আমার কি হবে প্রভু গতি!
ঠেকেছি ঘোর দায় হে বিশ্বপতি!

দুরন্ত দানব দলে,
নানা প্রলোভন ছলে,
চারি দিকে ঘিরেছে আমায়;
স্বভাবে দুর্ব্বলা নারী,
বুঝি জিনিবারে নারি,
ওহে হরি কি হবে উপায়?

কোরে আমি প্রাণপণ,
ধরিয়াছি ও চরণ,
আশ্রিত জনেরে রাখ পায়;
ওহে প্রভু রাখ অবলায়।

ও অভয় পদ হরি!
রাখ এ মস্তকোপরি,

কর কৃপা অগতির গতি।
ক্ষুদ্র এই বালুকণা,
চরণেতে দলিয়ো না,
রাখ রাখ রাখ এ মিনতি।

নাহি জানি স্তব স্তুতি,
নাহি জানি পূজা রীতি,
করি শুধু চরণে প্রণতি ;
দয়া কর জগতের পতি !

১৩০২। ১৩ জ্যৈষ্ঠ।

কেন পাঠালে !

(গীত)

সংসার কারাগারে-
কেন পাঠালে আমারে হায় !

চিরবন্দী সম প্রায়,
কত যে যাতনা তায়,
হৃদয় গাহিছে সদা নীরব ভাষায়।

হেথা,—কেহ নাই কেহ নাই, ব্যথার ব্যথী,
খুলিয়া দেখাই কারে মরম যদি,
সেও নাকি উপহাসি চলিয়া যায়।

হেথা,—বিরল সান্ত্বনা স্নেহ সরল-প্রাণ,
শুধু,—উপেক্ষা, গরল-ভরা আত্মাভিমান,
হেথা,—আপনারে ছাড়া কেহ কিছু না দেখিতে চায়।

১৩০২। ২২ জ্যৈষ্ঠ।

পরিণাম কি ?

বিষম চিন্তার ঘোরে,
তনু জর জর মোর ;
হতাশে কাতরে হিয়া অবসন্ন প্রায়।
"কে আমি, ছিলাম কোথা !
এ কোথা এসেছি পুন ?
আবার দুদিন বাদে যাইব কোথায়" ?

এ মানব জীবনের,
কোথা আদি, কোথা শেষ ?
জনমে আরম্ভ কি গো মরণে ফুরায় !
—তাই যদি ! তবে কেন
এত আশা, এত সাধ,—
মানব হৃদয়ে বহে সহস্র ধারায় ?

পঞ্চভূতে গড়া দেহ,
মিশাইবে পঞ্চভূতে ;
তবে কেন তার লাগি এত হায় হায় !

—একি শুধু ইন্দ্রজাল ?
মায়াময় এ জগৎ ?
ভ্রান্ত তবে শুধু নর ? মুগ্ধ এ মায়ায় ?

উঃ ! কি যন্ত্রণাময়
তবে মানবের প্রাণ ! !
মরণেরি কোলে যদি সকল মিশায় !
তাই যদি তবে কেন—
এখনো আছে এ বিশ্ব ?
ভেঙ্গে যাক্—প্রলয়ের তরঙ্গের গায়।

মিথ্যা—যদি—এ জগত !
মিথ্যা—যদি—এ জনম !
ক্ষণিক মায়ার খেলা জলবিম্ব প্রায় ;
হোক্ মিথ্যা অবসান ;
উঠুক প্রলয় গান,—
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভরি, নাহি ক্ষতি তায় !

কিন্তু পুন মনে হয়,
নয় এ—সম্ভব নয়,—
সত্য কভু পরিণত হয় কি মিথ্যায় ?

যুগ যুগান্তর ধরি—
বহিতেছে যে প্রবাহ,
নয় সে তো মরুভূমে মরীচিকা প্রায়।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম—
ভেদাভেদ কেন তবে ?
—নদীর প্রবাহ সে তো একি দিকে যায়
কেহ জ্ঞানী, মূর্খ কেহ,
ঈশ্বরের ভক্ত কেহ,
কেহ বা নাস্তিক যার নামে ঘৃণা পায়।

পাপী যে হৃদয় তার,
কেন পূর্ণ যাতনায় ?
বিমল আনন্দময় সাধু যে বলায়।
যুগ যুগান্তের যত—
মহাজ্ঞানী ঋষিকুল,
যে সত্য জানিয়াছিলা মহা তপস্যায়।—

অবোধ আমরা আজি,—
কেমনে অবজ্ঞা করি,
সে সব মহান্ বাক্য ত্যজিব হেলায়!

আর্য্যের সন্তান মোরা,
নিবদ্ধ মোদের দৃষ্টি,
সেই পরলোক পানে দৃঢ় ভরসায়।

"বিশ্বাসী" মোদের নাম,
মিথ্যা এ চিন্তার ঘোরে
সে অমৃত নাম আজি বল কে হারায়?

১৩০২। ২৫ জ্যৈষ্ঠ।

সখী ও চন্দ্রাবলী।

গীত।

(১)

কাহ সখি! রোয়ত রে?
কিয়ে দুখ জ্বালা পাওলি মনমে?
কাহ তু আকুল হোয়ত রে?
বোলো বোলো সখি রিঝক বেদন,
না কর গোপন মোয়।
কাহ মলিন হেরি তুঝ মুখচন্দ?
বোল রে শপতি তোয়।
করুণ দিঠে কাহে মুঝ মুখ পানে
চাহয়ি রহলি সহি?
ঝটিতি বোলহ মরমক বাত,
কাতর বচনে কহি।

(২)

কহব কি সজনী!

উদাস মন কাহ, অন্তর আকুল,

রোয়ে পরাণ দিন রজনী।

বোলনে সো বাত সরমে বাধয়ি,

কাহে লো শুনবি সোই?

অপন দুখ-জ্বালা সহব অপনে,

কিয়ে সুখ জানলে কোই?

মিনতি কর যব্ শুন ত কহি রে!

কিয়ে জ্বালা সহে হতভাগী!

দুরাশ সায়রে ঝাঁপয়ি পড়নু

দুরলভ মাণিক লাগি।

ক্ষুদ্র বালি হিয়া ডুবল বুঝি রে!

মাণিক মিলল না।

হৃদয়ক আশ সব রহি গেল মনমে,

কছু সাধ পূরল না!

হম্ সখি গুণহীন ক্ষুদ্র বালিকা,
কাঁহা লাগি নিয়ড় তার!
কাহ তব্ জাগল অয়ি লো সজনী,
এ দুরাশ মন্‌মে হমার?

* * * * * * *

"ন দোষো বালিকা হৃদয়ক তুঝ,
অবুঝ পীরিতি কছু না শুনে।
পাত্র অপাত্র ন করে বিচার সো
অসাধ্য সাধয় অপন গুণে।"

১৩০২। ২৭ জ্যৈষ্ঠ।

মধুরে হারা

আজি পূরণিমা নিশি
হাসিতেছে দশ দিশি
জ্যোছনায় গেছে মিশি
স্বরগে ধরা।

জ্যোছনা মাখিয়ে গায়
যমুনা বহিয়ে যায়
মৃদু কুলুকুলু গায়
হরষে ভরা।

চঞ্চল লহরী কুলে
আনন্দে আপনা ভুলে
উছলিয়া তটমূলে
পড়িছে ঢুলে।

বুঝি কত প্রেমরাশি
দিতেছে তাহারে আসি,
দেখায় সুধীরে ভাষি
পরাণ খুলে।

বিকশিত বনস্থলে,
প্রস্ফুট কুসুম দলে,—
জ্যোছনায় ঝলমলে,
নীহার কুল।

মৃদু মলয় পবন,
সুখদ মন্দ গমন,
সুরভি শ্বাসে কানন,
করে আকুল।

কাননে কোয়েলা বধূ,
"কুহু কুহু" রবে—মধু,
বলে "এস প্রাণবঁধু,
জাগিয়া রই।

এ মধুমাধুরীধারা,
জাগিয়া রজনী সারা,
পিয়ে পিয়ে মাতোয়ারা
উভয়ে হই"।

মধুরে মধুর পুন,
বাজিছে ওই লো শুন,"

ভুবন মাতানো গুণ
বাঁশীতে ভরা।

এমন মধুর রাতে,
কে রহিবে আপনাতে!
চল্ সখি মোর সাথে,
চল্ লো ত্বরা।

মোর নাহি সহে ব্যাজ,
এ পূর্ণ—মাধুরী—মাঝ,
ঘুচাইব সখি আজ,
প্রাণের লাজ।

ভরিয়া যৌবন—ডালা
রূপ—ফুল,—প্রেম—মালা,
মরণ—চরণে—বালা
সঁপিব আজ।

১৩০২। ৩০ জ্যৈষ্ঠ।

কেন গড়িলে না ?-

তোমার এ প্রেম নিকেতন,
অপ্রেম করেছে অধিকার ;
খোলা প্রাণ,—সরল—হৃদয়,
একটিও নাই বুঝি আর !

পরাণের কথা এবে হেথা
যতনে রাখিতে হয় ঢেকে ;
হয়েছে মুখের কথা সার,
হৃদয় কেহ না যেন দেখে।

হৃদয় খুলিলে যদি পাছে,
প্রকাশয়ে "অসভ্যতা" তার ;
সংসারের এই ধারা কি গো,
ভায়ে ভায়ে "ঢাকাঢাকি" সার

মানুষ ভিতরে রবে এক,
বাহিরে মূরতি হবে আর ;
এ ছলনা, এত প্রবঞ্চনা,
শিখেছে নিকটে তারা কার ?

ভালো কারো, চখে দেখিবে না,
হোক্ শুধু ভাল আপনার ;
যশ কারো, গায়ে সহিবে না,
খুঁজিবে কোথায় ত্রুটি তার।

তুমিই তো দিয়াছ হৃদয়,
তোমারি তো গড়া এ মানব ;
কেন তবে গড়িলে না প্রভু !
এক উপাদানে তুমি সব !

১৩০২। ১ আষাঢ়।

কবির জগৎ—

হেথায় এসো না বৈজ্ঞানিক্ !
হেথা তব নাহি অধিকার।
হেথা ফুলে গড়া দশ্‌দিক্ ;
বাড়ায়ো না ও হাত তোমার।
ও কঠোর করের পরশে,
ফুল গুলি যাবে খসে খসে ;
ভেঙ্গে চুরে যাবে এই সাধের জগৎ।
হেথায় এসো না তুমি, এ তোমার নহে পথ।

মোদের এ সাধের ভুবন,
সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন আবরণে—
আছে ঢাকা ;—তুলো না বসন।
এ মাধুরী—বুঝিবে কেমনে ?
সূক্ষ্ম—তত্ত্বে কাজ নাই মোর,
এ সৌন্দর্য্যে হয়েছি বিভোর ;
প্রকৃতির—মাধুরী—মদিরা করি পান,
উন্‌মাদ্ মাতোয়ারা হয়েছে আমার প্রাণ।

"কি ছিল, কি আছে, কিবা হবে",
সে কথায় কিছু কাজ নাই;
সৌন্দর্য্যভাণ্ডারে এনু যবে,
চক্ষু ভ'রে দেখে চলে যাই।

যাব রেখে,—যদি যেতে পারি;
এক বিন্দু প্রেম-অশ্রু বারি;

সাক্ষীরূপে শুধু সেই রহিবে হেথায়।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁর এসেছিনু এ ধরায়।

১৩০২। ১১ আষাঢ়।

রমণীর বল

ছিঁড়িয়া ফেল এ কঠিন বাঁধন,
ভাঙ্গিয়া ফেল এ প্রাচীর—কারা।
কর, কর দূর কণ্টক শয়ন,
কর লঙ্ঘন নিয়ম ধারা।

এসেছ যখন জগতের মাঝে,
হীন বেশে কেন রহিবে তবে?
হও অগ্রসর জননীর কাজে,
ভয়ে ভয়ে কেন পেছোনে রবে?

যা আছে তোমার সকলি তা দাও,
পরমুখাপেক্ষী দুখিনী মা'য়।
ধন, বল, মান, যা আছে, যোগাও,
মার কাজে ভয় করিবে কায়?

হাঁ হাঁ জানি জানি জননী আমার,
সন্তান বলিয়া গরভে ধরি,
ঘুচায়ে সর্ব্বস্ব ধন আপনার,
পালিলা যাদের যতন করি;

জননীর ঋণ রাখে নাই শেষ,
ভাল রূপে যারা ক'রেছে শোধ;
করিবে তাদেরো ভয় অবশেষ?
বিচিত্র যাদের কর্ত্তব্য-বোধ!

দুহিতা তোরাও সেই জননীরি;
সাধ্ তোরা নিজ মায়ের কাজ।
ভয়ে ভয়ে কেন চাস্ ফিরি ফিরি?
জননীর কাজে কিসের লাজ?

তোরা অগ্রসর নাহি হোলে আর,
আরো দুরদশা মায়ের হবে;
তোরা মুছা' মার নয়ন-আসার;
—মা'র মেয়ে যদি হইবি সবে।

মায়ের যাতনা, মায়ের বেদনা,
মেয়ে যত বোঝে বোঝে না ছেলে:
তোরা সবে মিলি বল্ "মা! কেঁদ না
তব তরে দিব পরাণ ঢেলে।

করিল্ল তো সব ছেলেরা তোমার,
আমরা এখন লাগিব কাজে;

আছে কত দূর ক্ষমতা কাহার,
দেখাব আমরা জগত-মাঝে।”

১৩০২। ১২ আষাঢ়

দেশ স্বাধীন *

দেখ কি ভগিনি! আমাদের দেশ—
দেরী নাই আর স্বাধীন হোতে।
যায় বুঝি ভেসে ওই, জেতাগণ -
—লেখনী অসির প্রখর স্রোতে।

লৌহ নির্ম্মিত ঢাল তরবালে.
কলি যুগে কিছু নাহিক হবে;
দিয়েছেন বর, বাণী বীণাপাণি
"সজোরে 'কলম'—চালাও সবে।

মহা অস্ত্র এই ঘোর কলিকালে,
—ঘরে বসে হবে স্বাধীন দেশ;
প্রাণ নিয়ে কারো নাই টানাটানি,
—পাইতে হবে না কিছুই ক্লেশ"।

---

* যাঁহারা ন্যায়পরতার সহিত সম্পাদন কার্য্য করিতে পারেন, এ কবিতা তাঁহাদের জন্য নহে।

ওই দেখ বোন! ঘরে ঘরে ঘরে
কাগজ "গজায়ে" উঠিছে কত;
রঙ্ বিরঙের "জাঁকাল" নামের,
—কত "রকমের" সহস্র শত।

কিছুরি অভাব নাহিক ইহাতে,
বক্তৃতার ঢেউ, "রাঙান-চোখ";
দেখিয়া চটক, মুখের দাপট,
ভয়ে "থত মত" "সাহেব-লোক"।

দেখ কি ভগিনি! আমাদের দেশ—
দেরী নাই আর স্বাধীন হোতে।
যায় বুঝি ভেসে ওই,—জেতাগণ,
লেখনী—অসির—প্রখর—স্রোতে।

ভায়ের ভগিনী হোতে যদি চাও,
যোগ দাও এতে তুমিও তবে।
বানায়ে বানায়ে বড় বড় কথা
সুতীখণ ভাষে লিখিতে হবে।

মনে যাই থাক্, সে কথা বোলো না,
অমিত সাহস দেখাও মুখে;

ভাল মন্দ তারা বলুক্ না যাই
প্রতিবাদ তার করিবে রুকে।

স্বাধীন মোদের মুদ্রাযন্ত্র,
কিসেরই বা ভয় রয়েছে তবে।
পালাবার পথ পাবে না তাহারা,
উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে সবে।

১৩০২। ১২ আষাঢ়।

গান গাওয়া

হৃদয়ের কথা করিব প্রকাশ
ভাষা খুঁজে খুঁজে পাই না।
ভাঙ্গা চোরা বীণ্, সুর তালহীন,
তাই আমি গান গাই না।

* * * * *

যদি গাই কভু মনের আবেগে,
বেসুরো বেতালা গান ;
অমনি হৃদয়ে বিঁধে শত দিঠি,—
হাসির তীখণ বাণ।

হৃদয়ের স্নেহ, হৃদয়ের কথা,
খুলিলে অন্তর-দ্বার ;
অজানা অচেনা ভাষার সহিত,
মিলন না হয় তার।

আমি যাহা সবে বলিবারে চাই,
সে যে আসি বাধা দেয় ;
আমি যাহা বলি, অর্থ তাহার
বিপরীত সবে নেয়।

তাই আমি এবে করিয়াছি মনে,
রুধিব অন্তরদ্বার ;
বাহিরে মানস বালাদের মোর,
আসিতে দিব না আর।

হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে,
রচিয়া অমরপুর ;
তাহাদের সাথে খেলিব যে আমি,
কত খেলা সুমধুর।

মনের আবেগ বাহিরে যখন,
ফুটিয়া উঠিতে চাহি ;—
অধীর ব্যাকুল স্নেহভরে যবে,
উঠিবে আপনি গাহি' ;

সে গান তো আমি শুনাব না কারে,
—শুনিবে বনের পাখী ;
তরু লতা ফুলে শুনাব সে গান,
শুনাব তারায় ডাকি।

প্রভাতের রবি নব রাগে রাঙি
নবীন প্রেমের ভরে ;

নব প্রেমরাশি ছড়াতে ছড়াতে,
উদিলে গগন—পরে ;

আমি ভাল বেসে আমার সে গান,
দিব তারে উপহার ;
নিঠুর সে নয়, দিবে বিনিময়ে,
প্রেমের কিরণ তার।

দ্বি প্রহরে যবে আপনার করে,
আপনি দগধ হবে ;—
আমার সে গান, দ্বিগুণ উৎসাহ,
ঢালিবে তাহারে তবে।

দিবসের শেষে করুণ নয়ানে,
বিদায় যখন চা'বে ;
আমার সে গান দিব যে পাথেয়,
সাথে ক'রে নিয়ে যাবে।

চাঁদেরে শুনাব আমার সে গান,
স্নেহ দিব প্রাণ ভোরে ;
হৃদয়ের কথা বলিব তাহারে ,
সারাটী রজনী ধোরে।

তটিনী নির্ঝর সখী—তুই মোর,
শুনিবে আমার কথা ;
বুঝিবে তাহারা আমার সে গান,
বুঝিবে এ আকুলতা।

আর আছে সেই, প্রিয়তমা সখী,
—কাননের চির কবি ;—
প্রতিধ্বনি বালা ; নিমেষে দেখিবে,
আমার মনের ছবি।

তারা হাসিবে না শুনিয়া সে গান,
—বুঝিবে না বিপরীত ;
শুনাব না আমি আর কভু কারে,
হৃদয়ের কথা, গীত।

* * * * * *

না না যাহা জানি গা'ব আমি তাই,
ভয়ে ভয়ে কেন র'ব ?
হাসি টিট্‌কারী—যাহা কিছু, পাই
শির নত ক'রে ল'ব।

১৩০২। ১৫ আষাঢ়।
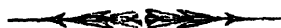
কি করিব? (গীত)

আমি,—পারি না বাঁধিয়া রাখিতে,—
আপনারে আর আপনা কাছে।
আমি,—পারি না যে আর থাকিতে,
আপনার এই হৃদয়মাঝে।
চারি দিকে মোরে ডাকিছে সকলে,
“আয় কাছে আয়, আয় আয়” ব'লে,
ওসে,—স্নেহের আকুল আহ্বান,
অবিরাম মোর পরাণে বাজে।

“যাই যাই” করি, যেতে নাহি পারি,
রুধিয়া রেখেছে হৃদয় আমারি,
সে যে,—বড় ভাল বেসে,—কত না—
যতনে,—গোপনে আপনা কাছে।
ওগো,—এ দৃঢ় নিগড় ভাঙ্গিতে, .
কিছুতেই হায়! পারিনু না যে!

সমীর আসিয়া কেঁদে কহে যায়,
"কেন রুদ্ধ ঘরে ? আয় হেথা আয় !
ফেল,—ভাঙ্গিয়া হৃদয়ের দ্বার,
আসিয়া দাঁড়াও অসীম—মাঝে।
আমি রুদ্ধশ্বাসে আবেগে অধীরে
বলি "যাও বায়ু, যাও তুমি ফিরে ;
ওগো,—এ দৃঢ় নিগড় ভাঙ্গিতে,
কিছুতেই আমি পারিনু না যে !

প্রকৃতি মাতার প্রেম শিশুগুলি,
কচি কচি শ্যাম শত বাহু তুলি,
বলে,—"আয় এই প্রেম—কেতনে,
লও প্রেম,—যার অভাব আছে।"
"যাই যাই" করি যেতে নাহি পারি,
রুধিয়া রেখেছে হৃদয় আমারি,
সে যে,—বড় ভাল বেসে,—কত না—
যতনে,—গোপনে আপনা কাছে।

প্রকৃতির কবি—বিহগ আসিয়া,
কহে হাসি হাসি, মধুরে ভাষিয়া

"ওগো,—কি গান গাহিছ বসিয়া,
ক্ষুদ্র ও হৃদয়—নীড়ের মাঝে!

এস হেথা এস, আমি শিখাইব,
এস হেথা এস, দুজনে গাইব,
মোর,—অসীমের গান, প্রকৃতির——
—গান;—এস গো আমার কাছে"।
"যাই যাই" করি যেতে নাহি পারি,
রুধিয়া রেখেছে হৃদয় আমারি,
সে যে,—বড় ভাল বেসে,—কত না—
যতনে,—গোপনে আপনা কাছে।

কি করিব আমি ভাবিয়া আকুল,
কেমনে ত্যজিব হৃদয়ের কুল,
আর,—কেমনে রাখিব বাঁধিয়া;
আপনারে আর আপনা মাঝে।
চারি দিকে মোরে ডাকিছে সকলে,
"আয় কাছে আয়, আয় আয়" ব'লে,
ওসে,—স্নেহের আকুল আহ্বান,
অবিরাম মোর পরাণে বাজে।

ওগো তোরা মোরে ডাকিস্‌নে আর.
যাইতে শকতি নাহি যে আমার,
এই,—চির—পরিচিত—হৃদয়—হইতে,
অনন্ত—অসীম মাঝে।

১৩০২। ১৬ আষাঢ়।

বীণাপাণি।

কে ওই রূপসী,
রহিয়াছে বসি,
বিজনে তটিনীতীরে ?
আলুলিত কেশ,
কিবা চারু বেশ,
স্বরগের—দেবী কি রে !

মানবী—তো নয়,
বুঝেছি নিশ্চয়,
জ্যোতির্ম্ময়ী ওই নারী ;
ঝলসিছে আঁখি,
তবু চেয়ে থাকি,
আঁখি না ফিরাতে পারি।

কে তুমি গো বালা !
করিয়াছ আলা,
আজি এ কানন দেশ ?
কাননের রাণী,

হবে মনে মানি;
দেখি যে রাগিরি বেশ।

আহা কি মধুর!—
উঠিতেছে সুর,
বাজাইছ ওকি যন্ত্র।
অবশ করিল,
হৃদয় হরিল,
জানে কি মোহন মন্ত্র!

শকতি তো আর,
নাই চলিবার,
ও রাতুল পদ যুগে;—
বাঁধা পড়িলাম,
সকলি দিলাম,
যাহা ছিল যুগে যুগে।

১৩০২। ১৭ আষাঢ়।

মহাযন্ত্র।

গগন-সাগরতীরে,
অদৃশ্য আসনোপরি ;
অনাদি কালের যন্ত্রে, বাজাইছ মহামন্ত্রে,
নবীন রাগিণী নিতি,
চিরকাল ধরি হরি।

ওই রবি, শশী, তারা,—শুধু জড় বলে কারা
যে রাগ হয়েছে গীত,
খণ্ড খণ্ড রূপ তার।
নব নব রাগে কত, ব্রহ্মাণ্ড হইল শত,
সৃজিত হ'তেছে কত,
অবিরাম অনিবার।

ক্ষুদ্র ধরা এ মোদের, এও সেই ও যন্ত্রের,
একটী রাগিণী শুধু :
নয়,—নয়—কিছু আর।
নদ নদী বন সিন্ধু, সে রাগের স্বরবিন্দু.

অণু, কণা, পরমাণু,
এ মানব—শুধু,—তার।

মোরা—আর কিছু নয়, ছন্দোবন্ধ গীতিময়,
ছন্দে কভু জেগে উঠি,
ছন্দে পুন পাই লয়।
একমাত্র তুমি কবি,—তব কল্পনার ছবি,—
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব,—
নয়—শুধু—মায়াময়।

১৩০২। ১৮ আষাঢ়।

আবাহন

(রথযাত্রা উপলক্ষে রচিত)।

আজি শুভ দিনে, সবে মিলি এস,
মিলনের গান গাই ;
আজিকার দিনে ভুলি আত্মপর
মিলি এস এক ঠাঁই।

ছোট বড় সবে এক হোক্ আজি,
ভাই বোলে ডাকো সবে ;
প্রাণ খুলে তোলো আনন্দের রোল,
'জয় জয় জয়' রবে।

জগতের নাথ ডাকিছেন ওই,
জলদ গম্ভীর স্বরে ;
"আয় বৎস ! তোরা, আয় আজি আয়,
এ মোর প্রেমের ঘরে।

সারা বৎসরের বিবাদ বিষাদ,
ভায়ে ভায়ে দলাদলি ;

মুছে ফেলে আজি আয় মোর কাছে,
প্রেমে হোয়ে গলাগলি।

চারি দিক মোর ঘিরিয়া সকলে,
দাঁড়া তোরা আজি আসি ;
আজি এক বার দেখি প্রাণভোরে
তোদের 'বিমল' হাসি।

আয় বৎসগণ! এক সার বাঁধি
বোস্ দেখি 'মিলি জুলি' ;
'প্রসাদ' আমার করিয়া বণ্টন
দিই আয় মুখে তুলি।"

* * * * *

শুনি এ আহ্বান কে রহিবে ঘরে ?
কার রবে রেষারেষি ?
ভুলি 'আত্মপর' কর সবে আজি,
প্রাণে প্রাণে মেশামেশি।

কোটী কোটী ভাই পিতারে ঘেরিয়া
হরষে, হৃদয় খুলি ;
আকাশ পাতাল মাতাও আজিকে,
'জয় জয়' রব তুলি।

'ভ্রাতৃপ্রেম' আজি দেখাও জগতে,
জাগাও 'হিন্দুর' নাম ;
দেখাও বিশ্বে মোহন দৃশ্য,
হৃদয়ের অভিরাম।

তা যদি না পারো, কেন মিছে তবে,
কর এই "আড়ম্বর" ?
শুধু হাসি খেলা আমোদ প্রমোদ
ঈশ্বরের নামে কর ! !

ছি ছি একি লাজ, আরয সমাজ
ডুবিয়াছে রসাতল ;
প্রেতপুরে আজ পিশাচ সকল
তুলিয়াছে কোলাহল !

১৩০২। ১৯ আষাঢ়।

কবে পাবো দরশন ?

নীরবে একেলা আমি,
এসেছি এ ধরামাঝে ;
যেতেও হবে যে মোরে,
নিতান্ত এঁকেলা সাজে।

শুধু দণ্ড দুই, আমি
সাথী এক পেয়েছিনু ;
আঁখির পলকে মাত্র,
তার পানে চেয়েছিনু।

তার পরে,——গেল চলি
সে যে কোন্ দূর দেশে
পড়িয়া রহিনু আমি,
হীন কাঙালের বেশে।

ছিলাম একেলা আগে,
তাতে তো ছিল না দুখ ;

ছিল না এ হাহাকার,
ছিল না এ খালি বুক!

নিয়ত স্নেহের উৎস,
বহিত চৌদিকে মোর;
আদরের শয়নীতে—
স্বপনে র'তাম ভোর।

আপনার গরবেতে
হৃদয় আছিল ভরা;
মনেতে বিশ্বাস ছিল
কেবলি সুখের ধরা।

ভেঙ্গেছে বিশ্বাস এবে,
টুটেছে স্বপন-প্রীতি;
শুকায়েছে স্নেহউৎস
আছে শুধু ভস্মস্মৃতি।

এই ছাই ভস্ম লোয়ে
রব হেথা যত দিন;
শুধিতে কি পারিব না
তার সে স্নেহের ঋণ?

সে যখন ছিল হেথা,
কিছুই পারিনি দিতে ;
শুধু তার সরবস্ব,
পেরেছিনু কেড়ে নিতে।

এখন উদ্দেশে তারে
যা আছে সকলি দিব ;
কিছুই তাহার কাছে
আর আমি না চাহিব।

জীবনের শেষ দিনে
হেথা হোতে যবে যা'ব ;
সেই শুভ দিনে মোর,
তাহার কি দেখা পা'ব ?

সে কি মোরে স্নেহভরে
হৃদয়ে লইবে তুলি ?
পবিত্র পরশে তার
দুখ-জ্বালা যা'ব ভুলি।

উহু ! সে সুখের কথা
স্মরিতে পুলকে মন,—

আসিছে অবশ হোয়ে;
——কবে পাবো দরশন?

১৩০২। ২০ আষাঢ়।

জ্বলন্ত স্মৃতি।

এখনো সে ছবি খানি,
তোলা আছে আঁখিপরে ;
যতনে রেখিছি ধোরে,
চির জনমের তরে।

আলোকে উজ্জ্বল ঘর,
কৌতুকে-জড়িত আঁখি ;—
চাহিয়া রয়েছে সবে,
দম্পতীর মুখে রাখি।

বাসর-বিছানাপরি,
"বর" ব'সে নত মুখে ;
সুখের লহরী কত,
আনন্দে উথলে বুকে।

বামে বসি নব বধূ
নূতন ঘোমটা প'রে ;
সরমে লুকাবে মুখ,—
মাটীতে, সে মনে করে।

অতি মৃদু মধু রবে
সে প্রথম সম্ভাষণ ;
সে কি ভুলিবার !—রবে,
যত দিন এ জীবন।

"কৈলাসে চললো আজি
আমি যে এসেছি লোতে :
তোমাতে আমাতে এবে
আধা-আধি আজি হোতে"

* * * * *

সে যে গিয়েছিল ছেড়ে
তোমারে একেলা ফেলে ;
আমারে পাইয়া কই,
সে অভাব ফিরে পেলে ?

সে ভাল বাসিতে তোমা—
জানিত আমার চেয়ে ;
আমিতো তোমায়, ভালো
দেখিনি কখনো চেয়ে।

আমি শুধু চাহিতাম
দাও তুমি ভালবাসা ;

প্রাণ খুলে এক দিন
দিতে তো করিনি আশা।

* * * * *

তাই বুঝি অভিমানে
গিয়াছ নিকটে তার?
সাধের আমারে তব,—
দিয়া চির হাহাকার।

গেছ যদি থাকো সুখে,
তাহারে পাইয়া সেথা;
জ্বলিব পুড়িব আমি
না হয় রহিয়া হেথা।

১৩০২। ২১ আষাঢ়।

শুধু ব্যথার ব্যথী।

কেন তুমি ম্লান মুখে
　　ফির মোর কাছে কাছে ?
কি আমি পারিব দিতে,
　　কি আর আমার আছে !

এখানে এসো না তুমি,
　　এ শুধু অঙ্গাররাশি ;
এতো সুধা নয়,—এ যে
　　গরল,—জীবন-নাশী।

কাহারে বুঝাই আমি,
　　কে শুনিবে মোর কথা ?
ছাড়িয়া পর্ব্বতগৃহ,
　　সাগর উদ্দেশে যথা।—

গেলে নদী ; সে কি আর
　　ফিরিয়া আসিতে পারে ?
কিন্তু এ যে মহা ভ্রম ! !
　　হায় ! সে বুঝিল নারে ! !

কেন গো পিয়াসী !—মরু—
—মায়া-মরীচিকা মাঝে,
ফিরিছ ভ্রমিয়া ; হেথা—
শান্তি-বারি কোথা আছে ?

অতৃপ্তি-হৃদয় ভরা,—
প্রাণ-ভরা হাহাকার ;
বাসনা ধরেছ হৃদে
কারে দিতে উপহার ?

তব তরে তার কাছে,
আর কিবা আছে বল ?
একটি দীরঘ-শ্বাস,
এক ফোঁটা আঁখিজল।

মিটাতে পিয়াসা তব,
তার তো শকতি নাই ;
তোমার ব্যথার ব্যথী,
আমি শুধু হোতে চাই।

১৩০২। ২৩ আষাঢ়।

তোমরা ও আমি।

ডেকো না আমায়, তোমাদের ওই
সংসারকারাবাসে ;
আমি দিবা নিশি হেথা বেশ র'ই,
নিজন বিজন বাসে।

তোমাদের সুখ থাক্‌ তোমাদের,
কাজ নাই ওতে মোর ;
আমি নিজ এই ক্ষুদ্র হিয়ার
তীব্র বেদনে ভোর।

প্রাণভরা মোর এ যে কি বেদনা,
এ যে কি অতুল সুখ ;
কেমনে তোদের বুঝাব বল না,
চিরি' না দেখালে বুক।

সৌন্দর্য্যে ঘেরা প্রেমের কুঞ্জে
বসতি তটিনীতীর ;
বিকশে কুসুম, ভ্রমর গুঞ্জে,
মলয় অধীর, ধীর।

পশে না তো হেথা তোমাদের ওই
নগরীর কলরব;
শুনা' যায় শুধু নদীগীতি, আর
বিহগের মধু রব।

প্রতিদিন হেথা আসে সন্ধ্যা উষা—
স্বরগ বালিকা দ্বয়;
সঁপে উপহার প্রকৃতিরে,—ভূষা,
কত না রতনচয়।

আন মনে হিয়া দেখিতে দেখিতে
মধুরে ডুবিয়া যায়;
প্রাণ খানি যেন সাধ যায় দিতে,
প্রকৃতির রাঙ্গা পা'য়।

—সাধ,—এ জীবন, শেষ হোক্ মোর
সে মাধুরী সুধা পিয়া;
পড়ুক এ হিয়া (তীব্র সুখঘোর,)
চিরতরে ঘুমাইয়া।

* * * * * *

গগনে পবনে মেঘে মেঘে আমি,
বেড়াই কখনো ঘুরে;

যাই যথা তথা মনোরথগামী ;
সাগরে শৃঙ্গ—চূড়ে।

প্রশান্ত সাগরে অশান্ত পরাণ,
ডুবায়ে শান্ত করি ;
খেলা করি কভু ঝটিকার সাথে,
কভু বা বিজলী ধরি।

হৃদয় আমার করিয়া দহন
ভস্ম করিয়া ফেলি ;
কখনো বিমানে পরীবালা সাথে
নব নব খেলা খেলি।

সূর্য্যকিরণ চুরি করি কভু—
গঠিয়া ইন্দ্র ধনু ;
জর জর করি শর—খর—ধারে,
বিঁধিয়া হৃদয় তনু।

চাঁদের কিরণে ফুলের সুবাসে
গড়িয়া মোহন বাঁশী ;
বাজাইয়া মোরা মধুর মধুরে
আপনার প্রাণ নাশি।

*　　*　　*　　*　　*

তোরা কি কেহ গো সহিতে পারিবি
এ মধু—দহন জ্বালা ?
তোরা কি কেহ গো খেলিতে পারিবি
এ নূতন খেলা বালা ?

১৩০২। ২৩ আষাঢ়।

কৃপা কর (গীত)।

কৃপা কর কৃপাময়! অভাগা সন্তানে তব;
খেলায় মাতিয়া, তোমা' কত আর ভুলে রব!

হৃদয়ে জাগহ নাথ!
সদা রহ সাথে সাথ;
বাঁধি মোর হাতে হাত, লয়ে চল, লয়ে চল;
তুমি দয়া না করিলে,
তুমি মোরে না ধরিলে,
কাহার শরণ লব, কে মোরে তরাবে বল?

যে কাজ করিতে হবে,
যার লাগি আসা ভবে,
সকলি গিয়াছি ভুলে, কিছু আর মনে নাই;
পড়েছি মায়ার ঘোরে,
উদ্ধারিতে তাই মোরে,
তোমার সমীপে নাথ! নবীন শকতি চাই।

তোমার শকতি পেলে,
ছিন্ন করি অবহেলে,—

মায়ার কুহক-পাশ, পথে অগ্রসর হ'ব;
কৃপা কর কৃপাময়! অভাগা সন্তানে তব।

১৩০২। ২৩ আষাঢ়।

সকলি চাই (গীত)।

আমি, কি চাই তোমারে প্রভু? সকলি তো চাই
নিতান্ত ভিখারী আমি, মোর কিছু নাই।

ভক্তি দাও, প্রেম দাও,
বিশ্বাস আলোক দাও,
সন্দেহ পাপাগ্নি মোর নিভাও নিভাও।

দাতা তুমি চিরকাল, যাহা চাব দিবে তাই;
গ্রহীতা শুধুই আমি যাহা দিবে নিব তাই।
অপরাধ করিব যা',
ক্ষমা তুমি করিবে তা',
ক্ষমাময় তুমি যে গো এ কথা নূতন নয়।

করি' দূর অমঙ্গল,
বরষিবে অবিরল,—
পবিত্র মঙ্গল-বারি; তুমি প্রভু! শুভময়।

১৩০২। ২৩ আষাঢ়।

পূজিব।

থেকো না মোরে ভুলে,
চাহ গো মুখ তুলে,
দয়াল হরি!

ডাকিতে শক্তি দাও,
হৃদয়ে ভক্তি দাও,
করুণা করি।

ব'লেছ তুমি স্বামি!
'সহজে মিলি আমি,
পাপীর সনে'।

সে কথা রক্ষা কর,
ধর গো ধর ধর,
পতিত জনে।

গরব চূর্ণ কর,
পরাণ পূর্ণ কর,
প্রেমে তোমার।

করহে পাপশূন্য ;
বিতর পূত পুণ্য,
চিত্তে আমার

যেমন গঙ্গা-বারি,
কলুষ পঙ্ক-হারী ;
তেমনি কর।

পবিত্র অগ্নি যথা,
উজলে ম্লানে সদা ;
তেমনি কর।

বিমল পুষ্পাচয়
যথা সৌরভময়,
তেমনি কর।

—মন্দ মলয়ানিল
বান্ধব স্নেহ-শীল ;
তেমনি কর।

এ হৃদি উপচারে,
পূজিব হে তোমারে,
বাসনা মনে ;

কর হে আশা পূর্ণ,
কর হে দয়া তূর্ণ
এ অভাজনে।

১৩০২। ২৫ আষাঢ়।

আমার গান।

খাঁচায় যদিও আছি,
শিখিনি শেখানো গান ;
যখন যা মনে আসে,
গাই তাই খুলে প্রাণ।

নিতান্ত সরল এ যে,
নিতান্ত প্রাণের কথা ;
প্রতি দিবসের যত,
হাসি সুখ অশ্রু ব্যথা।

নাই উপমার ঘটা,
বর্ণনার ছটা নাই ;
সাধা সিধে দুটো কথা,
শুধুই বলিতে চাই।

ভাল যে লাগিবে, আশা—
কিছু নাই,—কিছু নাই ;
শুধু কি নীরবে র'ব,
ভাল নয় বোলে তাই ?

আমার এ গান গুলি,
　　শুধুই আমার নয় ;
তোঁমাদেরো সুখ দুখ
　　ইহাতে ধ্বনিত হয়।

বারেক হৃদয়-গীতি
　　শোনো যদি এর পাশে ;
তোমাদের কাছে শুধু
　　পাঠাইনু এই আশে।

১৩০২। ২৬ আসাঢ়।

কবে হইবে সে দিন?

কবে হইবে সে দিন?
অপ্রেম, অশান্তি, পাপ, নিঠুরতা, কপটতা,
প্রেমের চরণতলে হইবে বিলীন।

কবে হইবে সে দিন?
কোটী কোটী ভাই বোন হাত ধরাধরি করি',
দাঁড়াবে গগনতলে অনন্ত-স্বাধীন।

কবে হইবে সে দিন?
এক জাতি, এক প্রাণ, এক তান, জয় গান—
গাহিবে সকলে মিলি, ভুলি ভেদ-ভিন।

কবে হইবে সে দিন?
মেরু হোতে মেরু-দেশ উঠিবে ঝঙ্কার এক,
বাজিবে মহান্ রাগে এক মহাবীণ!

কবে হইবে সে দিন?
কত দূরে আছে আর? বুঝি আর দূর নাই,
স্মরণে পুলকে ভরে এ হৃদয় ক্ষীণ।

কবে হইবে সে দিন?
"জয় জগদীশ!" রবে পূরিবে অম্বর, দিক্;
উঠিবে সে মহাতান ভেদি লোক তিন।
কবে হইবে সে দিন?

১৩০২। ২৭ আষাঢ়।

রমণী-গরল

(১)

মনে পড়ে আজো সেই কথা !
যৌবনের বসন্ত-সমীর,
কি জানিত কুহক-মদির ;
ভুলায়ে লইয়া মোরে গিয়াছিল যথা।
মনে পড়ে আজো সেই কথা।

এখনো শিহরি ওঠে প্রাণ,
তার প্রতি-কথা, হাসি, গান ;
এখনো হৃদয়ে মোর আনে আকুলতা।
মনে পড়ে আজো সেই কথা।

যৌবনের প্রথম উষায়,
মহা ভুল ক'রেছি যে হায় !
সে ভুল যে জীবনের সাথী রবে সদা।
মনে পড়ে আজো সেই কথা।

(২)

সে তো আর নাই এ অন্তরে !
—জ্বলন্ত-হীরক-কণা যেন !

হায়! আমি চুম্বিলাম কেন?
বিষের জ্বালায় হৃদি জর জর করে।
সে তো আর নাই এ অন্তরে।

হৃদয়ের মাঝ হোতে আমি,
শিরা উপশিরা ছিঁড়ি' টানি';—
ফেলাইয়া দেছি তারে দূর দূরান্তরে।
সে তো আর নাই এ অন্তরে!

কেহ যদি করে নাম তার,
জ্বলি' ওঠে হৃদয় আমার;
চ'লে যাই সে স্থান ত্যজিয়া ঘৃণাভরে।
সে তো আর নাই এ অন্তরে!

(৩)

মাঝে মাঝে তবু মনে আসে!
ভাবি,—'তারে আমি অবিরত,
অবজ্ঞা উপেক্ষা করি কত,
হয় তো সে আজো মোরে কত ভালবাসে'!
মাঝে মাঝে তবু মনে আসে!

ভাবি আমি কি দোষ তাহার!
এ যে ভুল শুধুই আমার!

আমিই তো গিয়েছিনু সে হৃদি আবাসে’!
মাঝে মাঝে তবু মনে আসে!

‘সে তো মোরে চিনিত না আগে,
আমিই তো অন্ধ অনুরাগে—
গেছিনু তাহার কাছে, প্রতিদান আশে’!
মাঝে মাঝে তাই মনে আসে!

১৩০২। ২৭ আষাঢ়।

অতি ক্ষুদ্র ও কুসুম কলি।

(১)

অতি ক্ষুদ্র ও কুসুম কলি!
আপনি সে আপনার ভরে,
সদাই নুইয়া যেন পড়ে;
মর মর হোয়ে যায় পরশিলে অলি।
অতি ক্ষুদ্র ও কুসুম কলি!

সায়াহ্নের বসন্তের বায়,
অতি মৃদু পরশিলে তায়,
লাজে ভয়ে সকাতর, পড়ে যেন ঢলি;
অতি ক্ষুদ্র ও কুসুম কলি!

তোমার কঠোর দৃঢ় করে,
চাপিয়া ধোরো না আহা! ওরে;
কঠিন চরণে তব যেয়ো নাক দলি।
অতি ক্ষুদ্র ও কুসুম কলি!

(২)

নিঃঝুম গগনের তলে,
চাঁদিমা ঢালিবে কর-রাশি;

ফুটাবে মুখের তার হাসি;
নিষেক করিবে হিম—প্রেম-অশ্রু-জলে!
নিঃঝুম গগনের তলে!

নীরব নিশীথে দোঁহে-তারা,
প্রণয়ে হইবে আত্মহারা!
সোহাগের ভরে যেন পড়িবে সে গ'লে।
নিঃঝুম গগনের তলে!

মৃদু তাপ, প্রভাত-রবির,
পরশিলে ও কম-শরীর;
বৃন্ত হোতে যাবে খসে লুটাবে ভূতলে;
প্রভাতের গগনের তলে।

(৩)

এখনি কোরো না সবি চূর!
সাধের জীবন টুকু ওর,
ক্ষণিক স্বপন-সুখ-ঘোর;
ছিঁড়িয়ো না ভাঙ্গিয়ো না এখনি নিঠুর!
—এখনি কোরো না সবি' চূর!'

নিরদয়! পাষাণ পরাণ!
ফিরাইয়া লও ও নয়ান!

—ও কচি কোমল তনু দগধ-বিধূর!
এখনি কোরো না সবি চূর!

লও লও হাত সরাইয়া,
লও তব মুখ ফিরাইয়া,
নেত্রপথ ত্যজি' তুমি যাও চলি দূর!
এখনি কোরো না সবি চূর!

১৩০২। ২৮ আষাঢ়।

সময় কাটানো।

নিতান্ত একেলা আমি
এমন তো সখী নাই ;
দুদণ্ড খুলিয়া প্রাণ
কথা কোয়ে সুখ পাই।

নিতান্ত "নিষ্কর্ম্মা" আমি
কাজ কিছু নাই হাতে ;
দুরন্ত এ মন্‌টাকে
নিবিষ্ট রাখিব যাতে।

তাই শুধু আন্ মনে
লিখি ব'সে সারা দিন ;
কি যে লিখি—আগা গোড়া—
বুঝি সবি অর্থহীন।

নিতান্ত শিশুর মত
আমার এ ছেলে খেলা ;
মানবের ভাষা লয়ে
শুধু যেন হেলা ফেলা।

কবিতা লিখিব আমি ?
　　হা ধিক্ এ সাধে মোর !
আছে কি কবিত্ব-বিন্দু ?
　　—এ শুধু দুরাশা ঘোর।

ধার করা কথা লয়ে
　　ভাঙ্গিব গড়িব তাই ;
নহিলে আমার মাঝে
　　"কবিত্ব" কিছুই নাই।

সময় কাটানো শুধু
　　হয়েছে এখন ইহা ;
কবি হ'তে নাহি চাই,
　　রাখি না আর সে স্পৃহা।

পরাণের ব্যথা শুধু
　　এখন "নিজস্ব" আছে ;
জানি আমি ভালো নাহি
　　লাগিবে এ কারো কাছে।

ঢাকিয়া রাখিতে চাই
　　যেন এ হৃদয় টুটি ;

তীব্র সে বেদনা চায়
আসিতে বাহিরে ছুটি।

পারি না লিখিতে আর;
—দূর হোক্, এ লেখন!
ছুড়ে ফেলে, প্রাণ খুলে
কাঁদি এবে কিছু ক্ষণ।

রোদনে লাঘব করি
এ গুরু হৃদয়ভার;
আয় অশ্রু প্রাণ-ধন
আমার সম্বল-সার।

১৩০২। ৩ শ্রাবণ।

শান্তি নাহি চাই।

উঠিতেছে হইয়া অসহ
ক্রমে ক্রমে হৃদয় আমার ;
শাসন করিব মনে করি,
পরাজিত হই বারম্বার।

দুরন্ত এ হৃদয়ের তরে
শান্তি নাই এক তিল মনে ;
জীবন হয়েছে ভার বোধ,
সান্ত্বনাও নাহিক মরণে।

সুতীব্র বেদনাভরে কভু
সাধ যায় হলাহল পানে ;
ভাবি পরে, আছি ভাল হেথা,
আমার এ ব্যথাভরা প্রাণে।

বড় ভালবাসি এ বেদনা ;
কেমনে ত্যজিব এরে আমি ?
অশান্তিরি মাঝে পোড়ে রব,
নাহি হব শান্তি-পথগামী।

জীবনের জ্বলন্ত কাহিনী,
মরণের মাঝে গেলে যদি,—
মুছে যায় বিস্মৃতির জলে';
—নাহি তবে দুখের অবধি।

আমার এ বেদনার মাঝে
তীব্র সে দহন-ভরা সুখ;
নিরাশায় প্রতি পলে পলে
শূন্য হোতে শূন্যতম বুক।

ধিকি ধিকি জ্বলিছে আগুন
নিয়ত এ হৃদয়ের তলে;
কখনো আবেগ বায়ুভরে,
ধূ ধূ কোরে ওঠে জলে জলে।

তাতে বুঝি সুখ কিছু নাই?
অতুল অব্যক্ত সুখ সে যে!
—পরাণের শিরা উপশিরা
ঝন্ ঝন্ উঠে যবে বেজে,—

ছিন্ন ভিন্ন হোতে যেন চায়,
প্রচণ্ড সে ঝটিকার তেজে;

কত সুখে লুটাইয়া পড়ি
বিস্তীর্ণ নিরালা শূন্য শেজে।

চকিতে যখন মনে পড়ে
জীবনের বিগত কাহিনী ;
আপনারে চেয়ে দেখি যবে
শুধু এক হতাশা-বাহিনী ;—

মর্ম্মভেদী হাহাকার রবে
উঠে মোর পরাণ কাঁদিয়া ;
অধীর অবশ তনু মোর,
ভূমিতলে পড়ে এলাইয়া।

কেহ আসি সুধায় না যবে,
কেন আমি আছি ভূমে পোড়ে ?
স্নেহভরে সযতনে ধীরে,
কেহ নাহি তোলে হাত ধোরে।

সে আদর গিয়াছে ফুরায়ে
কত দিন হোলো কত দিন !
শুধুই সে আদর অভাবে
প'ড়ে আছি যেন দীনহীন।

পরাণের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস
অশ্রুরূপে ভোরে আসে চোখে—
নীরবে রোদন করি শুধু,
(নীরবে,—জানিবে পাছে লোকে)।

সে রোদনে সুখ নাই বুঝি?
কত সুখ আমিই তা জানি;
এর চেয়ে আছে নাকি সুখ?
তোমাদের ও কথা না মানি।

"শান্তি" আর চাহিব না আমি
"অশান্তিরে" বড় ভালবাসি;
চাহিব না স্বর্গের-নন্দন
রব চির এ শ্মশানবাসী।

১৩০২। ৮ শ্রাবণ।

শ্যাম না যমুনা।

গীত।

সখীরে কি বুঝাও আমায়!
তুমি, বলিছ যত কথা,
পশে না শ্রবণে তা,
অধীর পরাণ ব্যাকুলায়।

মোর, জীবনে থাক্ ধিক্!
করেছি মনে ঠিক্,
এ তনু ডারিব যমুনায়।

তার, সুনীল সুশীতল
গভীর ধীর জল,
ছিনিয়া লইতে কেহ নাই।

আমি, চাহি না শ্যামে আর,
করি না আশা তার,
সুখে সে থাকুক্ মথুরায়।

সে যে, মথুরা অধিপতি,
এ বড় অযুকতি,
আশা তার মোরে কি জুয়ায়

(আমি, এ হৃদি প্রাণ মন,
এ তনু এ জীবন,
আবার সঁপিব যমুনায়।

শ্যামে, সঁপিয়া এই ফল,
হুতাশ, আঁখিজল,
বাস চির অতৃপ্তির ছায়।

শুধু, অশান্তি হাহা রব,
বললো কত স'ব,
চিরশান্তি পেতে প্রাণ চায়।

ওই শীতল ঢল ঢল
অগাধ নীল জল,
পিয়াসা মিটাবে অচিরায়।
—ভালবেসে ব'লেছে আমায়॥)

১৩০২। ১০ শ্রাবণ

এই যে সে জন!

গীত।

পাগল মন!
খুঁজিছ ফিরি যাঁরে
এই যে সে জন!

তুমি, ভেবেছ মনে মনে,
ধরিবে প্রাণধনে,
খুঁজিয়া পাতি পাতি
গহন বন;—

সাগরে ভূধরে তিনি
যেথায় র'ন?

পাগল তুমি অতি,
জান না মূঢ় মতি,
অন্তর মাঝে হের
অন্তর রতন।

অচিরে পাবে ;—মেল
জ্ঞান-নয়ন।

১৩০২। ১৪ শ্রাবণ।

অপার করুণা।

গীত।

অপার করুণা নাথ! তোমার।
যে জন তোমারে জানিয়ে শুনিয়ে,
ডুবি মোহ-পাপে রয়েছে ভুলিয়ে,
উদ্ধার সাধন করিছ তার।

যে জন তোমারে জানে না ডাকিতে,
তুমি ডাক তারে বারম্বার।

সে মধুর রবে কে পারে থাকিতে,
আপনার মাঝে আপনি আর।

পাষাণেরো চেয়ে কঠিন-হৃদয়,
তোমারি প্রসাদে আজি প্রেমময়!
প্রেম-উৎস বহে সহস্র ধার।

বুঝেছে সে আজি কৃপায় তোমার,
বিশ্ব চরাচরে এক তুমি সার,
"আমি" রূপে মায়া রয়েছে আঁর।

১৩০২। ১ শ্রাবণ।

দেখার সাধ

গীত

নাথ হে !
ভরিয়া উঠিছে চিত আমার
ও অপরূপ রূপে।
ডুবিয়া যেতেছি প্রতি পলে পলে,
ও তব প্রেম-কূপে।

পলক-বিহীন নয়ানে,
পান করি শ্যাম-সুন্দরসুধা।
হরখে পান করি অমিয়া জ্যোতি তব,
—মিটে না পিয়াসা, মিটে না ক্ষুধা।

নাথ হে !
অসীম সুন্দর তুমি ;
আমারো এ অসীম পিয়াস।
লাখ লাখ যুগ ধরি, অনিমিখ আঁখে

হেরিলেও তোমা,—
মিটিবে না দেখিবার আশ।

নাথ হে! প্রাণসখা হে!
আমারে লীন কর তুমি,
তব মোহন বিশ্ব-রূপে।

১৩০২। ১৬ শ্রাবণ।

নিদারুণ শোকাবহ দৃশ্য।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

লিখিত।

উঃহু ! নিদারুণ একি,
শোকাবহ দৃশ্য দেখি,
নয়নসম্মুখে !
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রাণ
হ'তে চায় শত খান,
বিষম বেদনাবাণ বিঁধিল যে বুকে।

দেখেছে কি কভু বিশ্ব,
এমন নিঠুর দৃশ্য !
অঘট ঘটন ?
কি সাধের পরিণয়,
না হ'তেই হ'ল লয় ;
—অনন্ত বিচ্ছেদকোলে অনন্ত-মরণ

৩। নবীন হৃদয় দুটী
বসন্তে উঠেছে ফুটি,
না হ'তে মিলন :
আসি মৃত্যু-কুজ্‌ঝটিকা,
দিল ফেলি' যবনিকা,
অনন্ত ব্যবধা' মাঝে ; দুপারে দুজন।

৪। এই কি উৎসব রাতি !
—গেছে নিভে সুখ-বাতি,
মৃত্যু-ঝঞ্ঝা-ঘা'য় ;
—বিবাহ বসনে বালা,
হাতে পরিণয়মালা,
লুটায়ে পড়েছে ভূমে অনন্ত নিদ্রায় !

৫। শেষ হইয়াছে সবি,
তবু কি মধুর-ছবি !
কি রূপ-গরিমা !
আধ খোলা, মনোহর
নয়ন-নীলান্দীবর,
কি মধুর প্রেমে মাখা চাহনি ভঙ্গিমা

৬। গোলাপী অধরপুটে,
হাসিটী রয়েছে ফুটে,
এখনো কেমন!
চম্পক অঙ্গুলী-দামে,
ধরি' আছে ফুল-দামে,
এখনি পতিরে যেন করিবে অর্পণ।

৭। সম্মুখে দণ্ডায়মান,
শোকে দুঃখে মুহ্যমান,
ভাবী পতি তার।
ক্ষণেকে চেতনা পেয়ে,
ভালরূপে দেখে চেয়ে,
এখনো বুঝিবা প্রাণ রয়েছে প্রিয়ার।

৮। আবার অধীর-ভরে,
পিস্তল লইয়া করে,
করিছে সন্ধান;
রুধির-লোলুপ জাতি,
প্রিয়তমা-প্রাণ-ঘাতি,
নাশিতে পালিত-চির, শার্দ্দূলের প্রাণ।

ভিক্ষা গীতি।

মা! দুয়ারে তনয়া তোর দাঁড়ায়ে।
পাপী হোক্ তোরি মেয়ে;
বারেক দেখ্ মা! চেয়ে,
দে মা! ভিক্ষা যাহা চায়, দিয়ো না মা! তাড়ায়ে

মা গো! বড় আশা করি,
আসিয়াছি নাম স্মরি,
ত্রৈলোক্যতারিণী মা! হোয়ো না বিমুখ মোরে।

এত দিন ছিনু ভুলে,
সে কারণে মুখ তুলে,
চাহিবে না অভিমানে, আজি সঙ্কট-ঘোরে?

যে হবে দুরন্ত ছেলে,
তারে তুমি দেবে ফেলে,
এই কি মা! তারা তোর জননীর স্নেহ রে?

ত্যজিবি মা! তুই যারে,
তার আর এ সংসারে,
কে আছে আপন জন, কোথা তার গেহ রে?

সবাই ডাকিবে মা'য়,
মা'র স্নেহ পাবে হায়!
অস্পৃশ্য সন্তান বলি দূরে দূরে সে রবে?

হাঁ মা! সত্য কথা একি!
অস্পৃশ্য তোরও নাকি?
তবে বল কেন তারে ধরিলি মা! গরভে?

মাগো! কি কুপুত্র বলি,
গেছে অধিকার চলি,—
তোমার উপরে মোর;—ছিল যাহা হৃদয়ে।

তারা নাম কিসে তবে,
ধরিলি মা! কি গরবে?
তারিতে যদি না পার এ অধম তনয়ে।

—না মা! তাহা হইবে না,
ফেলিতে তো পাইবে না,
এই তো চরণ দুটী আঁকড়িয়া ধরিনু;

চরণের তলে তব,
জননি! পড়িয়া রব,
হয় কি না দয়া তব দেখিবারে রহিনু।

দয়া যদি না কর মা!

পা তো আমি ছাড়িব না,

কত শক্তি ধর দেখি লও পদ ছাড়ায়ে;

চরণ-আঘাতে বুক যাও দেখি মাড়ায়ে!

১৩০২। ২১ শ্রাবণ।

জন্মতিথিতে।

সুদূর সে অতীতের অন্ধকার ভেদি,'
আমি যেন চেয়ে দেখিতেছি;
শান্তি প্রেমময় তব কোল হ'তে ধীরে,
ধরায় উদয় হইতেছি।

আসিবার কালে তুমি বদনে আমার
বরষিয়া অমৃত চুম্বন,
অমৃত মধুর ভাষে বলেছিলে যাহা
আজি যেন হতেছে স্মরণ।

বলেছিলে তুমি,—"প্রিয় বাছারে! আমার,
যাবি যেথা সে বিষম ঠাঁই;
মায়া নামে রাক্ষসী সে দ্বারে আছে বসি,
তার কাছে রক্ষা কারো নাই।

এমনি মোহিনী গুণ জানে সে পিশাচী,
ভাবে তারে সকলে আপন;
তাহারে আপন করি ভুলি আপনারে,
করে সবে জীবন যাপন।

মায়ার কুহকে পড়ি ভুলে যায় সবে,
কোথা গেহ জনক-জননী;
চির-জীবনের তরে করিয়া বরণ,
লয় তারা অনিত্য ধরণী।

তুমি অতি সন্তর্পণে ফেলিয়ো চরণ,
মা'রে সদা ডেকো মনে মনে;
আমি শক্তি যোগাইব সদা তোর বুকে,
অলক্ষ্যে রহিব তোর সনে।"

ও মা! তোর কথা আমি করিনি পালন;
—কিছু কাজ হোলো না তো, মোর
মায়ার মোহের ফাঁদে ফেলিয়া চরণ,
ভুলিয়া গেছিনু নাম তোর।

ষোলোটি বরষ আমি বৃথাই কাটানু
স্বপনের কল্পনার পুরে;
পাই নাই করতলে শান্তি এক দিন,
শুধু খুঁজে মরিয়াছি ঘুরে।

মা আমার! আর তুমি না পেরে রহিতে,
স্মরণ করালি তোর কথা।

কত দিন পরে আজি ডাকি প্রাণভরি,
ঘুচিল অশান্তি দুখ-ব্যথা।

মা আমার! মা আমার! ক্ষম অপরাধ,
দাও দেখা বারেক আমায়।
আবার তেমনি ক'রে করিয়া আদর,
চুমি' কোলে লবে না কি হায়!

আর আমি ভুলিব না কভু তোর নাম,
পেয়েছি ফিরিয়া পুন যবে;
দিয়াছ মস্তকে মোর যে কাজের ভার,
তা'তে আর ভুল নাহি হবে।

শুধু এ আশ্বাস বাণী শুনা' মা! শ্রবণে,
তোরে পুন ফিরে আমি পাব।
কর্ম্ম তোর করি শেষ এ ধরণী হ'তে,
স্বদেশের পথে যবে যাব;—

দুয়ারে আসিয়া তুমি দাঁড়িয়ো জননী!
দূর হ'তে আমি তা' দেখিয়া;
অধীরে আনন্দভরে যাইব ছুটিয়া,
কোলে তোর পড়িব ঝাঁপিয়া।

মস্তকে আঘ্রাণ লয়ে চুমিয়া কপোল,
বুকে চাপি ধরিবে আমায়;
আমার অস্তিত্ব আমি যাইব ভুলিয়া,
পুন আমি মিলিব তোমায়।

১৩০২। ২২ শ্রাবণ

দিনতো থাকে না।

গীত।

দিনতো থাকে না, দিন চলে' যায়।
শুধু,— আমার দিন গুলি বিফলে যায়।

আমি,— চমকি মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখি,
কতটা হোলো বেলা কতটা বাকী!

দীরঘে ফেলি শ্বাস আপন-মনে,
চাপিয়া বুক পুন লুঠি শয়নে।

মোর,— করিতে কি আছে, তা খুঁজে না পাই,
আর,— রহিলে কি করিব শকতি নাই।

আমি,— আমারে লয়ে বড় বিপদ দেখি,
ত্যজিতে চাহি, তবু পারিনে, এ কি!

যদি,— রহিতে হবে, তবে এমন করে,
কি লাভ হবে বল বাঁচিয়া মরে।

ওগো,— কে জান সঞ্জীবন অমোঘ মন্ত্র,
চেতন কর মোর বিকল যন্ত্র।

১৩০২। ২৫ শ্রাবণ।

(পত্র)

কাব্যকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি রচয়িত্রী

শ্রীমতী মানকুমারী।

পরম পূজনীয়া প্রিয়তমা

ভগিনী শ্রীচরণকমলেষু

স্মরণীয় দিন এই র'বে চির মনে।
পরিচয় দুজনের নয়নে নয়নে।

কত দিবসের সাধ, প্রাণের কামনা,
যে দিন, যে শুভ দিন, হইল সাধনা।

ভক্তিঅর্ঘ সঁপিতাম দেবীরূপে তব ;
পড়িল বাঁধন পুন এ যে অভিনব।

ভক্ত হ'য়ে মনে মনে সেবিতাম পদ ;
পাইনু এখন এ যে, নূতন সম্পদ।

হৃদয় খানিরে তব করি অধিকার,
লুকাইব আমি, এবে বাসনা আমার।

মানবের নহ, তুমি দেবতার মেয়ে;
ভাবি শুধু দূর হ'তে রহিতাম চেয়ে।

প্রণিপাত করিতাম, মাগিতাম বর,
'আমারেও ক'রে লও তোমার দোসর।'

মূর্ত্তিমতী সরলতা! প্রণয়ের খনি!
আজ তুমি ধরা দিলে আপনা'আপনি।

সমস্ত তোমারে যবে পেয়েছি ধরিতে,
"কর্ম্মক্ষেত্র" এবে শুধু চাহি না বলিতে—

আমাদের মিলনের স্থান;—সে কি নয়
সীমাবদ্ধ? তার চেয়ে প্রশস্ত হৃদয়।

প্রেমময় ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান,
এক হ'য়ে থাক্ দুটী রমণীর প্রাণ।

১৩০২। ২৭ শ্রাবণ।

ছবি।

জীবনে প্রথম আজি দেখিল নয়ন,—
এ দৃশ্য মোহন; কিন্তু নয় এ নূতন;

মনে লয় মোর;—যেন চির দিন ধরে,
এই ছবি আঁকা মোর বাহিরে অন্তরে।

অনিমিখ আঁখে যেন যুগ যুগান্তর,
এই ছবি পানে চেয়ে আছি নিরন্তর।

এ ছবি সম্মুখে যেন বসি যোগাসনে,
কত কাল ধ্যানে মগ্ন আছি এক মনে।

কত শত বিপ্লবের আবর্ত্তের স্রোতে,
পড়িয়া এসেছি ভেসে কোথা, কোথা হোতে।

তবুও ভাঙ্গেনি ধ্যান অটল গভীর;
তবুও রয়েছি চাহি' প্রশান্ত সুধীর।

এ যে সেই ছবি খানি চির পুরাতন;
চির জ্যোতির্ম্ময়, চির শোভন নূতন।

এ ছবি যে দিন হোলো প্রথম সৃজন;
দেখিল আঁধার রাতি তপনকিরণ।

শ্মশানে ফুটিল ফুল; দূরি' অবসাদ,
জাগিল জড়ের প্রাণে আশা নব সাধ।

চির-অমানিশিথিনী ভাসিল পুলকে,
সুধাকর—সুধাধারা জ্যোছনা আলোকে।

বাজিল মোহন মন্ত্রে নিষাদ বাঁশরী,
কোটী প্রাণ উলসিল বিষাদ পাশরি।

মরুমাঝে প্রবাহিল হিম-প্রস্রবণ,
—অতুলন ছবি খানি চির-বিমোহন।

১৩০২। ২৮ শ্রাবণ।

কাল ও ঘটনা।

হে কাল! অনাদি তুমি, অনন্ত, অসীম,
তুমি শুধু পুরাতনে চিরই নবীন।
তুমি শুধু চিরকাল শান্ত-স্থির-ধীর,
সর্ব্বব্যাপী একাসনে অটল গম্ভীর।
তোমার চরণে আমি নমি শতবার,
একমাত্র নিয়ন্তা ও তুমি বিশ্বাধার।

হে কাল! অনাদি তব জীবন-অতীত,
অনন্ত-ভবিষ্য সাথে সুদৃঢ় গ্রথিত।
যা ছিল তাহাও আছে, যা আছে তা' রবে,
মিলিবে তাদের সাথে আবার যা হবে।
তুমি যদি সত্য হও, নাহি যদি ক্ষয়,
কর্ম্ম তব মিথ্যা শুধু, সম্ভব এ নয়।

আঁধারে আলোকে যথা উৎপত্তি ছায়ার,
শক্তি যোগে এও শুধু অক্ষর-বিকার।
বিকার বিমুক্ত হলে অতীতের দেশে,
বর্ত্তমান ভবিষ্য মিলিবে অবশেষে।

একমাত্র তুমি শুধু বিহীনবিকার,
প্রণম্য তুমিই শুধু কেহ নাহি আর।

১৩০২। ৩১ শ্রাবণ।

দুর্দ্দিন—প্রার্থনা—

(কুমারটুলীর হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে)

(১)

উঃ! কি ভীষণ দৃশ্য দিনে দিনে অভিনীত!
অশান্তির অধিকারে শান্তি-রাজ্য অস্তমিত!
শুনিতে পারি না আর,
ধর্ম্মের এ হাহাকার,
দুর্ভেদ্য পাপান্ধকার দেখিয়া শিহরে চিত!
প্রতি পলে প্রতি পলে,
ডুবিতেছে রসাতলে—
মানব জগত; হায়! জ্ঞান-চক্ষু নিমীলিত।

(২)

এখনো হয়নি শেষ!
আছে আরো অবশেষ!
পাপপূর্ণ ষোলকলা হয়নি এখনো বুঝি!
আজো চন্দ্র সূর্য্য ওঠে,

বায়ু বহে, ফুল ফোটে,
ধর্ম্মের একটী কণা এখনো রয়েছে পুঁজি !

(৩)

দুর্দ্দিনের মেঘ-রাশি
ক্রমেই জমিছে আসি' ;
—উঃ ! সে দিনের কথা স্মরণেও পাই ভয় !
কোথা অগতির গতি !
কোথা জগতের পতি !
এরূপে কি সৃষ্টিনাশ করিবে গো দয়াময় !

(৪)

রক্ষা কর ! রক্ষা কর !
প্রার্থনা এ যুড়ি'—কর ;
সম্বর সংহার মূর্ত্তি ! বিশ্বভীত চমকিত !
যে ডাকে তোমারে নাথ !
পূরাও তাহার সাধ,
বিফল প্রার্থনা মোর করিতে কি সমুচিত ?

প্রেম রূপ প্রকাশিয়া,
পাপ শত্রু বিনাশিয়া,
ধর্ম্মরাজ্য ধরণীতে কর প্রভু ! প্রচারিত !

শুভময়ী মা! আমার,
কিছু নাহি চাহি আর,
পাপী নাম ধরা হ'তে কর শুধু বিদূরিত।

১৩০২। ৩২ শ্রাবণ।

অভাগা—পাপী।

(কুমারটুলীর হত্যাকাণ্ডের নায়ক অন্নদাপ্রসাদ)

(১)

অভাগা মানব! তুই কি মোহে আকুল?
কি করিলি! কি করিলি! একি মহা ভুল!
অশান্ত হৃদয়বশে যে কাজ সাধিলি রে!
শান্তি কি পাইলি?
শান্তি শান্তি চির-শান্তি আছে কি জীবনপরে?
—হায়! তোর তরে!

(২)

কি তৃষা জনমি'ছিল মরমের তলে?
কি সাধ জাগিয়াছিল কি আশার বলে?
মিটিল কি সাধ তোর! আশা কি পূরিল রে?
—পিয়াসা দূরিল!
—বিনাশি ঈশ্বরদান কি ফল লভিলি ওরে?
বল্ দেখি মোরে!

(৩)

কি ধন অভাব তোর ছিল বল্ দেখি!
মানব-জীবন লয়ে শুধু খেলা এ কি?
মানব-শোণিত সাথে “অর্থের” তুলনা রে!
মোহের ছলনা!!
কি অজ্ঞান-মদে ডুবি’ সকলি ঘুচালি হায়!
—কোথা তোর ঠাঁই?

(৪)

জগতে একটু স্থান রাখিস্‌নি তোর!
সুখে আলিঙ্গিবি কি রে মরণের-ডোর?
যে অজ্ঞাত দেশে তোর হিংসার ভাজন রে!
আত্মীয় স্বজন—
পাঠালি; সেখানে তবে কেমনে যাইবি বল্?
পাইবি কি ফল!

(৫)

অথবা ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘে যেই জন,
অনধিকারেতে হস্ত করে সমর্পণ,
তার তরে বিধাতার আরেক বিধান রে!
ভীষণ বিধান!!

—নহিলে প্রভেদ আর কোথায় রহিল স্থান!
পাপী পুণ্যবান্!

(৬)

উঃ! কি ভীষণ দিন আসিল ঘনায়ে!
আকাশে মস্তক তুলি অধর্ম্ম দাঁড়ায়ে!
গরবে ধরণী বুকে রাখিয়া চরণ রে!
করে আবাহন,—
মোহন-মধুর স্বরে ঈশ্বর-সন্তানগণে,
—লয়ে প্রলোভনে।

(৭)

ভুলো না ভুলো না আর ওর ছলনায়!
ভুলো না ভুলো না আর পরম পিতায়!
যারা প্রলোভনে ভুলি,' ভুলিয়াছ পিতারে!
—ডাক পুন তাঁরে!
অনন্ত মঙ্গলময় প্রেমময় দয়াময়,
—হবেন সদয়!

১৩০২। ৩১ শ্রাবণ।

রাধা—ও শ্যাম।

(১)

শ্যামরে— !
পাগল করবি মোয় ?
ঐছন বাঁশরী কাহ বজায়ত,
বোলহ মিনতি তোয়।

কাহ ফুকারত "রাধা রাধা রাধা"
শুনত পাওয়ি সরম।
আজু নহি ছোড়ব, কহ মাধব !
তোঁহার এ কৈছ ধরম ?

হম্ কুলবালা, হমার নাম সে,
আছয় কি কাজ তোঁহার ?
ঐছন ছলনে পীড়হ মরমে,
—কিয়ে অপরাধ হমার ?

(২)

শুনবি সহি ?
হমার হৃদয়ক—কাহিনী আজু
শুনবি জনিরে কহি।

এক দিবস যব কান্তে নিরখি',
হরখে, ধরণী—মদভরা
নব নব রাগে নিমেখে নিমেখে
লাস্য ভঙ্গিম মনোহরা—।

কিসলয় বসনে পুষ্প ভূষণে,
পঞ্চম তানে কুহু সঙ্গীত,
বরিখক অন্তে মিলনে কান্ত
প্রেমে মগন পুলক চিত।

বিষাদক-রেহা নহি ছিল এক্ঠো,
প্রিয় সমাগমে ধরণী-অঙ্গে,
সারা জগত পরিপূরণ হর্ষে—
ভাসত নিতই নবীন রঙ্গে।

সোই সুখ কালে এক দিবস হম্
আসনু সাঁঝে যমুনাকো তীরে,
পেখিতে, কৈছন পূর্ণমিক ইন্দু—
শোভয় সুন্দর সুনীল নীরে।

—পেখনু অপরূপ, কোটী শশী-লাঞ্ছিত,
নবীন চন্দ্রমা তারকা সাথে,
কোন্ সে গগন অবতরি' ভূতল,
বিরাজে যমুনক হৃদয় পাতে!

ফিরনু ঘর যব সো চন্দ মূরতি
আওল রিঝক সাথ হমার;
জীবন প্রাণ মন সকলি সঁপনু,
—সব কছু করল অধিকার।

ইহ তো সহি! মুঝ হৃদয়ক কাহিনী;
প্রিয় সে প্রিয় সোহি নাম।
কছু মুঝ নহি আর সো ধন বিনু;
—হম্ সখি! তোঁহারই শ্যাম।

১৩০২। ৪ ভাদ্র।

দেবপূজা।

সেই ভাল ;—থাক দূরে দেবতার মত,
দূর হ'তে দেবতারে পূজিব উদ্দেশে ;
হীনতা অভাব শুধু ভরা শত শত—
মানব-জীবনে ;—তবে এসো না সে বেশে।

মানবের স্থান হ'তে অতি উচ্চ স্থানে,
যতনে তোমার তরে রচেছি আসন ;
নিভৃতে সে, সুপবিত্র-প্রেমময় প্রাণে,
করিব তোমার দেবত্বের আরাধন।

সঙ্কীর্ণতা নাই সেথা,—প্রশান্ত উদার ;
আবেশ বিভ্রম নাই, পবিত্র সে ঠাঁই।
বিলাস চাঞ্চল্য নাই, স্থির চারি ধার ;
সাধনা রয়েছে শুধু, সম্ভোগ তো নাই।

সে নির্জ্জন কুঞ্জ নহে প্রমোদ কানন
মানবের ;—নহে তার রঙ্গ-লীলা-ভূমি।
পূজার মন্দির দেবতার ;—অনুক্ষণ
বিকশিত ফুলকুল ফিরিতেছে 'চুমি'—

ধীর গন্ধবহ।

আমোদিত চারিভিত—

চন্দন ও ধূপে; পূর্ণ=পাত্র গঙ্গাজল;

পবিত্র যা কিছু দেবতরে আয়োজিত।

অস্তহীন রবি-করে সে স্থান উজ্জ্বল।

এস তুমি! দেবতার বেশে এ মন্দিরে:

পূণ্য—জ্যোতির্ম্ময় কিরণ-বসন পরি'—

ব'স আসি' বেদী-পরে;

শুনাও গম্ভীরে—

অমৃতস্যন্দিনী উপদেশ।

পান করি'—

ঘুচিবে আমার তৃষা—চির জনমের।

বিশ্ব-প্রেম শিখাইবে আদর্শ হইয়া।

ধরিব তোমার—প্রেমে প্রেম—অসীমের।

—এ পূজা হইবে শেষ অসীমে মিশিয়া।

১৩০২। ৫ ভাদ্র।

বর্ষার দিবা।

আজি কেন ম্লানমুখী হেরি দিবারাণী ?
ধূসর মলিন আবরণী দেছ টানি'—
কেন মুখোপরি ?
কেন ফেলেছ খুলিয়া—
নীল সাড়ী—জ্যোতির্ম্ময় ?
দিয়াছ ফেলিয়া—
কোথায় কণ্ঠের ভূষা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—
সূর্য্যমণি ?
অভিমান করি কার পরে—
মানিনী যুবতী প্রায় ?
বহে অশ্রুধার
কেন চক্ষে তব অবিরল দর দরে ?

কেন থাকি' থাকি' ফেলিছ দীরঘ-শ্বাস ?
অন্তর ভেদিয়া উঠিছে বিলাপ-ধ্বনি
গম্ভীর আরবে মৃদু ;—কিসের হতাশ ?
কি ভাবি শিহরি' পুন উঠিতেছ ধনি ?

বিষম যন্ত্রণাভরে কেন বা কখন—
অধীরে নিনাদি' উচ্চে পাগলের মত—
হাসিছ বিকট;—করি' আকুল শ্রবণ,
ঝলসি' নয়ন, করি' হৃদয়—আহত।

গরবিনি! কে বেদনা দিয়াছে তোমায়?
কি কামনা বিফল বলিয়া ম্লান মুখ?
খর—অভিমান-অসি বিঁধিছ কাহায়?
ও রোষ-কটাক্ষে কার জর জর বুক?

করিছ ভূষণ খুলি কার অলক্ষণ?
নারী তুমি, তোমার কি সাজে এত মান?
খোল মুখ, মুছ অশ্রু, ভুলিয়া বেদন,
মেল আঁখি—হাস্যমুখী, প্রসন্ন বয়ান।

১৩০২। ৬ ভাদ্র।

লক্ষ্মী।

(রবি বর্ম্মার চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিয়া লিখিত।)

ঘন শ্যাম মহীরুহরাজি পরস্পর—
আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে নীরব নিশ্চলে
শত শাখা শ্যাম পত্রপুটে স্তরে স্তর
কুসুম—অঞ্জলি কার চরণের তলে
দি'ছে ডালি ?

শত শৃঙ্গ তুলি শৈলমালা
কাহারে দেখিছে চাহি' আঁখি অনিমিখ ?
আজি এ কানন দেশ কার রূপে আলা ?
কি আনন্দ উছলিছে হ'তে—দশ দিক্ ?

ওই যে তটান্তে চলে সমুদ্র বহিয়া
নিস্তরঙ্গ, ধীর ; স্বচ্ছ দর্পণের মত
নীল বারিরাশি স্তব্ধ, উন্মুখ রহিয়া
সম্মানে নীরবে কার সম্ভাষণে রত ?

লইয়া কমলমালা শুণ্ডে,—যূথপতি
(বরণ তুষারনিন্দী) উদ্দেশে কাহার
দাঁড়ায়ে সমুদ্রনীরে ?

ক্ষিপ্র-লঘু-গতি-
রাজহংস-দলে,—থমকিয়া এ উহার
মুখপানে চাহিছে নীরবে ; কি কারণে ?
কহিতেছে না জানি কি আনন্দের কথা—
কি আনন্দে পরস্পর নয়নে নয়নে।

এ জলধিগর্ভে ছিল লুকাইয়া কোথা
কমলিনী-কুল এত দিন ?

আজি কেন,
মাথা তুলি' কি দেখিতে কি হরষভরে—
আঁখি মেলে ?

কিছু পারি না বুঝিতে যেন
নাহি জানি,—আয়োজন এত কার তরে !

* * * * * * *

একি ! এত ক্ষণ এ যে দেখেনি নয়ন—
জ্যোতির্ম্ময়ী চতুর্ভুজা মধুর হাসিনী।

ফুল্ল শতদলে রাখি কমল-চরণ—
দাঁড়ায়ে সলিলপরি নীরবভাষিণি!

কুসুম-মুকুট শিরে, ফুলমালা গলে,
কর্ণে ফুলতুল, করে কুসুমকঙ্কন;
সনাল কমল দুটি, দুটি করতলে—
শোভে; আর দুটি হস্ত করি প্রসারণ—
নীরবে কি বলিছেন: আবাহন-স্নেহ!
ডাকিছেন যেন "তোরা আয় আয় আয়!"
কে তুমি লাবণ্যময়ী! কোথা তব গেহ?
কেন মা রাখিতে চাহ তব স্নেহ-ছায়?

আছে কি বারিধিগর্ভে পুরী মনোহর?
ছিলে কি তথায় তুমি, বরুণ-আলয়ে?
তুমি কি সে লক্ষ্মি! দেবি? বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর-
পতি তব?
গেছে শাপ অবসান হ'য়ে,
তাই এলে সিন্ধুগর্ভ ত্যজি, বাহিরিয়া—
হাস্যমুখে? পরিধিয়া রকত-বসন।
নাহি পারিতেছ বুঝি রাখিতে ধরিয়া—
হাসি-রাশি? পাবে ব'লে প্রিয়দরশন।

সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে তব উঠিছে উছাসি'—
মধুময় আবেশ বিহ্বল, হাসিরাশি।
এস দেবি! লহ পূজা প্রকৃতির ঘরে;
উপহার রেখেছে সে কত থরে থরে।

১৩০২। ৮ ভাদ্র।

আগমনী।

আয় মা আনন্দময়ি ! আমাদের এ প্রবাসে,
আছি চেয়ে পথপানে তোরি মা আসার আশে।
আছি চেয়ে মা আমার !
কত নব উপহার,—
ভরিয়া দশটি হাত কত দূরে লয়ে আসে।
আমরা সন্তানদল,
বেড়িয়া চরণ-তল,
দাঁড়াইব সার গেঁথে কবে তোর আশে পাশে।

দুহাত পাতিয়া সবে,
ক'ব ঐক্যতান-রবে,
"কি এনেছ দাও মাগো ! প্রবাসী-তনয়তরে।
তুমি মা ! মঙ্গলময়ী,
কি দিবে মঙ্গল বই ?
ঢাল মা ! মঙ্গলবারি সবাকার শিরপরে।

নিবারি' দুরিতরাশি,
দাও সত্য অবিনাশী,

দাও ভক্তি, দাও শক্তি জড়িমা-জড়িত নরে।
ধরণীর বক্ষ হ'তে,
তোমার করুণা-স্রোতে,—
কলঙ্ক কালিমা-রাশি, যাক্ মুছে চিরতরে।

এ প্রবাসে থাকো থাকো,
আর ছেড়ে যেয়ো নাকো;
প্রতি সন্তানের বুকে জেগে রহ অহরহ।
আমরা অবোধ বড়,
প্রতি পদে পড় পড়,
কে দাঁড় করাবে যদি জননি! ছাড়িয়া রহ।

স্বদেশে গিয়াছে যারা,
চিরসুখে আছে তারা
ভুলিয়া গিয়াছে তারা প্রবাসের এ বিরহ।
আমরা প্রবাসে রই,
জানি না বিরহ বই,
এবার ঘুচাও মাগো! এ যাতনা দুর্ব্বিষহ।

তুমি তো মা! ইচ্ছাময়ি!
সর্ব্বময়ি! বিশ্বজয়ি!

তুমি যদি ইচ্ছা কর, কি না মা করিতে পার?
আমরা অজ্ঞান শিশু,
দেখি বিভীষিকা-ইষু,—
ভয়ে শশঙ্কিত সদা, বিঁধে বুক করে কার!

জানি না ডাকিতে মা'রে,
তাই কি থাকিতে পারে,—
জননী নিশ্চিন্তে দূরে,—তনয় ও তনয়ার?
ও মা ছেড়ে যেয়ো নাকো
অন্তরেতে রোয়ো নাকো
জেগে থাক জগতের প্রাণে প্রাণে অনিবার।"

১৩০২। ভাদ্র।

কেন, ফেলিলে হে!

(গীত।)

কেন,—ফেলিলে হে দয়াময়! এ দারুণ পরীক্ষায়-
তুমি কি জানিছ মনে উত্তরিব পার পায়?
সেন গো! বুঝিতে পারি,
আমারই হবে হারি,
দেখ না কেন গো নাথ! নাম শুনে পরীক্ষার।
এখনি বিবশ আমি, আমাতে নাহিক আর।
এমন পরীক্ষা কভু,
দেয়নি কেহ তো প্রভু,
কি ভেবে আমার শিরে চাপালে এ গুরুভার?
তুমি তো আমায় দিয়ে,
নিশ্চিন্তে আছ বসিয়ে,
পারিব না ল'তে প্রভু, আমি, এ দান তোমার।
উভয় সঙ্কট মোরে,
ফেলিয়াছ তুমি মোরে,
কেমনে করিব কাজ পাছে কেহ ব্যথা পায়।

তোমারে দিলাম ভার,
কি বলিব বল আর,
তুমিই তোমার কাজ কর নাথ! কর সায়।

১৩০২। ভাদ্র।

কিছুই মরিবে না।

(অনুবাদ।)

কখন্ নদীর স্রোত এ চক্ষে আমার শ্রান্ত হ'য়ে-
যাইবে থামিয়া ?
কখন্ চলন্ত বায়ু নভঃক্রোড়ে ক্লান্ত দেহে—
পড়িবে ঘুমিয়া ?
কখন্ হইয়া ক্লান্ত দাঁড়াবে থমকি',—দ্রুতগতি
ওই মেঘগণ ?
কখন্ হইয়া শ্রান্ত বিবশ বিকল, নিরবিবে
হৃদয়কম্পন ?
রীতি কি মরণ ?

ভুল ! ভুল ! নহে—নহে কিছুরি মরণ !
স্রোতস্বিনী বহিবে,
বায়ু চির চলিবে,
নীরদও বর্ষিবে,
হৃদয়ও ধ্বনিবে,
কিছু নয় কখনো মরণ ! !

কিছু নয় কখনো মরণ,
দৃশ্য মাত্র শুধু বিবর্ত্তন,—
—অনন্তের মাঝে।
ধরণীতে হিমানী এখন
শরতের নিদাঘের ক্ষণ,
চলিয়া গিয়াছে।

শুষ্ক বক্ষ ধরণীর এবে,—
—সুবসন্ত আগন্তুক ভবে।
বসন্ত সে বিদেশী শোভন,
স্পর্শে তার বহিবে পবন;
ধরণীর বুকে বুকে,
বহিবে সে মহাসুখে,
বসন্ত ধরায় দিবে নূতন জীবন।

—এ ধরণী সৃজন বিহীন।
দৃশ্যমাত্র শুধু বিবর্ত্তন,—কিন্তু কভু নহে সে মলিন।
পবন, সে বহিছে এমনি,—
চির-সন্ধ্যা প্রভাতে—রজনী;
বহিবে অনন্ত অনন্ত জীবন।

জনমেনি কিছু

মরিবে না কিছু,

দৃশ্য মাত্র শুধু বিবর্ত্তন

(টেনিসন্)।

১৩০২। ভাদ্র।

কিবা, অপরূপ সাজে

গীত।

কিবা,— অপরূপ সাজে, জননী বিরাজে,
কে দেখিবি তোরা আয়।
মরি !— কি মধুর শোভা, হৃদি মনলোভা,
পরাণ আরাম পায়।

স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মধুর কান্তি,
না ঝলসে আঁখি, না মানে ক্লান্তি,
বাহিনী কেশরী, রাজরাজেশ্বরী,
প্রেমে ঢুলু ঢুলু চায়।
কোলে, স্নেহের আধার, প্রেম পারাবার
নীল রতন ভায়।

স্বর্ণ-ভুজে এক বেড়িয়া কৃষ্ণে
স্নেহভরে মুখ নেহারে হৃষ্টে ;
যতনে আদরে, ধরি অন্য করে—
ননী ক্ষীর সর কত কি খাওয়ায়।

কিবা, অপরূপ সাজে।

মার, অষ্টভুজে আর শোভে রত্নচয়,
শান্তি, শুভ, দয়া, ক্ষমা, বরাভয়,
শকতি সাহস, ভরি দিক দশ—
ঢালিছে জননী ; না ফুরায়।

মার, নবীন সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া যতেক অমরী অমর,
—হরষে বিস্ময়ে চায়।

সবে,— মিলাইয়া তান, সুর, লয়, মান,
জয় জয় জয় গায়।

১৩০২। ভাদ্র।

ফুলের বিয়ে।

(গাথা)

প্রথম সর্গ।

সুনীল অম্বরে খেলিয়ে বেড়ায়—
নক্ষত্র বালিকা যত ;
ছুটো ছুটি কোরে লুকোচুরি খেলে,
মানব শিশুর মত।

খণ্ড মেঘগুলি চন্দ্রিকা মাখিয়া
চলেছে তরীর মত ;
তারি আশে পাশে তারাবালিকারা
লুকোচুরি খেলে কত।

মাঝ খানে চাঁদ মধুর হাসিয়া
রজত বিমল ধারা,—
সুধা ছড়াইয়া,—চলেছে ছুটিয়া
ধরিতে বালিকা তারা।

দুই তীর বাহি' চলেছে জাহ্নবী—
গাহিয়া প্রেমের গান ;

প্রকৃতির কাণে মধুর স্বরেতে
ঢালিছে সুধীর তান।

বুকে শোভে তার হীরকের কণা,
ভাঙা ভাঙা চাঁদ-মালা;
প্রতি রজনীতে কত দিন ধোরে
গেঁথেছে মালাটী বালা।

পতির গলায় পরাইবে বোলে
কতই যতনে গাঁথি’
বুকেতে ধরিয়া চলেছে ছুটিয়া
প্রণয় মদেতে মাতি।

বিমল মধুর জ্যোছনা মাখানো,
নবীন বসন্ত রাতি;
ফুটেছে কাননে সুরভি প্রসূন
ছড়ায়ে বিমল ভাতি।

মলয় অনিল বহিছে মৃদুল
কাঁপায়ে গাছের পাতা;
ফুল কলিকার সুরভি মাখানো
কচি তনু ফোটা আধা।

দুলাইছে ধীরে, চঞ্চল সমীর,
চুমিছে আদরভরে;
ফুল কলিকারা নাচিয়া নাচিয়া
হাসিয়া যেতেছে সরে’।

ঢলিয়া ঢলিয়া সমীর আবার
তাদের ধরিতে যায়;
সুরভি নিশাস ত্যজিয়া তাহারা
পাতার-আড়ালে ধায়।

হতাশ হইয়া মলয় পবন
ফিরিয়া চলিয়া যায়,
পরিত্যক্ত সেই সুরভি নিশাস
মাখিয়া আপন কায়।

জ্যোছনা মাখানো বাসন্তী রজনী,
ফুলের সৌরভে বন;
মাতোয়ারা প্রায়; কোকিল কোকিলা
প্রেমেতে বিহ্বল মন।

রসালের শাখে বসিয়া উভয়ে
নয়নে নয়নে চাহে,

হৃদয় আবেগে কভু বা দুজনে
অধীর হইয়া গাহে।

বিজনে বসিয়া গাহিছে পাপিয়া
সপ্তমে তুলিয়া তান ;
সে স্বর-লহরী ভেদিছে আকাশ,
প্রকৃতি বিমুগ্ধ প্রাণ।

"এসলো কল্পনে ! কুসুমকাননে,
আজি কি মধুর রাতি !
চল দুই জনে, সারাটা রজনী
যাপিব আমোদে মাতি।"

কহে কল্পনা, "যেতে চাহ যদি
চল তবে ল'য়ে যাই
ফুলের জগতে আজিকে তোমায় ;
দেখিবে কেমন ঠাঁই।

অপূর্ব্ব সে দেশ ! অপূর্ব্ব সকলি !
সকলি কুসুমময় ;
প্রেমের রাজত্ব, নাহি পশে তথা,
শোক তাপ দুখ ভয়।"

"ল'য়ে চল তথা, ল'য়ে চল তবে,
আমারে আজিকে সখি!
তোমার প্রসাদে ফুলের জগৎ
হেরিয়ে জুড়াব আঁখি।

বীণা করে তুলি নিল কল্পনা
—চম্পক অঙ্গুলী দিয়া;
মৃদু মধু তানে বাজায় রূপসী,
মোহিনু সে সুধা পিয়া।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে বীণার ঝঙ্কার
উঠিল আকাশ ভেদি';
পরতে পরতে সে সুধা লহরী
ছাইয়া ফেলিল হৃদি'।

ঘুমঘোরময় ঢুলু ঢুলু আঁখি,
অবশ মুগুধ প্রাণ;
স্বপনলহরী সম কাণে পশে
মধুর বীণার তান।"

ইতি প্রথম সর্গ।

ফুলের বিয়ে

দ্বিতীয় সর্গ।

সহসা থামিল বীণার ঝঙ্কার,
হাসিয়া কল্পনা কহিল মোরে ;
"মেল লো নয়ন, দেখ লো চাহিয়া
এসেছি ফুলের জগতপরে।"

বিপুল পুলকে দেখিনু চাহিয়া
আ মরি! মরি! কি শোভা মহান্!
নাচিয়া উঠিল হৃদয় আমার,
ফুলের সুরভে ভরিল প্রাণ।

জ্যোছনা মাখানো ফুলের জগৎ,
ফুলে ফুলে ভরা পৃথিবী নব ;
কুসুমে গঠিত কুসুমমানব
হাসি হাসি মুখে বেড়ায় সব।

বিস্ময়ে পুলকে কল্পনা বালারে
কহিনু, "এ কোথা আনিলে মোরে ?
অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব ! মানিনু বিস্ময় !
জাগ্রত কি আমি স্বপন-ঘোরে ?

তোমার বীণার মধুর ঝঙ্কারে,
হয়েছিল তনু অবশময় ;
সহসা আমারে আনিলে কোথায় ?
ঘুমঘোর এতো স্বপন নয় ?"

হাসি' কহে বালা "ঘুমঘোর নয়,
সত্যই ফুলের জগতে আজি,—
এনেছি তোমায় ; দেখিবে এখনি
কত কি বিচিত্র সুদৃশ্যরাজি।

শোকতাপময় ধরণী তোদের
কোথায় লাগিবে ইহার কাছে !
প্রেমে মাখা ইহা ; পরমেশ, শুধু
প্রেম ও প্রসূন দিয়া গঠি'য়াছে।

কুসুম-কোমল ধরা খানি পাছে,
তপনের তাপে গলিয়া যায় ;

—না পশে হেথায় সূরয-কিরণ,
ধরা খানি মাখা জ্যোছনায়।
দিবস-রজনী ভেদ নাই হেথা,
অন্য ঋতু নাহি পশিতে পায়;
অমিয়ার ধারা ঢালে সদা চাঁদ,
বিরাজে সদাই বসন্ত বায়।

চল্ লো সজনি, ফুলের দেশের
দেখাব অদ্ভুত অপূর্ব্ব সবি;
জুড়াবে নয়ন, ফুলবালাদের—
দেখিয়ে মোহন মধুর ছবি।"

* * * * * *

কল্পনার সাথে চলিনু পুলকে,
ফুল-জগতের দেখিতে শোভা;
যে দিক নেহারি সকলি শোভন,
সকলি মধুর, নয়নলোভা।

শ্বেত পীত, নীল নানা রঙা ফুলে,
লতার পাতার প্রাসাদ কত;
কোথা বা বিমল সরসীর বুকে
বাঁধিয়াছে ঘর কুমুদী শত।

* * * * * *

কল্পনা বালা কহিল পুলকে
"দেখ্ লো দেখ্ লো এদিকে চেয়ে,
নাচিয়ে নাচিয়ে করতালি দিয়ে
খেলিছে কত না ফুলের মেয়ে।

ওই দেখ হোথা ফুল শিশুদল
ফুলের বাহনে আকাশ পথে ;
ফুলপাত্রে ভরি অমিয়া চাঁদের
করিতেছে পান মনের সাধে।

পিয়িয়া অমিয়া হোয়ে মাতোয়ারা
চাঁদের কিরণে ফুলের রেণু ;
মিশায়ে গড়িয়া বাজাইছে কেহ
আহা কি মধুর মোহন বেণু।

হেথায় সরসে কুমুদিনী রাণী
পাতার আড়ালে মু'খানি ঢাকি',
চাহিয়া রয়েছে চাঁদের পানেতে
প্রণয়পূরিত তৃষিত আঁখি।

আসিছে ভ্রমরা মধুর আশায়,
গুণ গুণ স্বরে প্রণয়-গান ;

গাহিছে মধুপ,—মাগিতেছে মধু;
—কুমুদী—লাজেতে ঢাকে বয়ান।

চলে যায় অলি নিরাশ হইয়ে
মনোমত ঠাঁই খোঁজার তরে;
অলিরে নিরাশ হইতে দেখিয়া
আসে সমীরণ সাহসভরে।

মৃদুল মৃদুল মলয় সমীর
সুধীরে ঘোমটা খুলিয়া দিয়া,
ধীরে কুমুদের--কমনীয় মুখ
ওই দেখ সখি, গেল চুমিয়া।

সরমে আরক্ত হইল বদন
কাঁপিয়া উঠিল বালিকা-হিয়া;
মরমে মরিয়া বিজন গৃহেতে
সরলা বালিকা গেল চলিয়া।”

* * * * * *

রাখিয়া সে ঠাঁই চলিনু আবার,
সহসা শ্রবণে অপূর্ব্ব গীত
পশিল; আহা সে সঙ্গীত-লহরী
মোহিত করিয়া ফেলিল চিত।

দেখিনু অদূরে বকুলের তলে
ললিত কুসুম বালিকাগণে ;
সুর মিলাইয়া গাহিছে সকলে
সুতান তুলিয়া হরষ মনে।

জ্যোছনা মাখানো নীহারে ভূষিত
আধ ফুটন্ত ফুল শিশু-গুলি ;
দুলিছে কেমন বাতাসের সাথে,
নাচিছে কেমন দুহাত তুলি।

ক্রমে সে অস্ফুট সঙ্গীত-লহরী
স্ফুটতর রূপে পশিল কাণে ;
শুনিয়া বিস্ময়—মানিনু অন্তরে—,
—আমারেই তারা যেন আহ্বানে

(ফুলবালাদের)

গীত

"আয় লো হেথায় ধরার রমণী :
ফুলের জগতে আসি',
ক্ষণেকের তরে, ভুলে যা বেদনা ;
হাস্ লো বিমল হাসি।
ফুলবালা মোরা, আমাদের চিত
কুসুম কোমল প্রেমেতে রচিত ;
শোক দুখ তাপ নাহি জানি মোরা,
আছে শুধু হাসিরাশি।
বুকপোরা প্রেম আছে আমাদের,
মোরা শুধু ভাল বাসি।

আয়লো হেথায় ধরার রমণী,
ঢেলে দিব প্রেম তোরে।

অমিয়া মাখানো বিমল মধুর
হাসিটী অধরভোরে
দিব লো ঢালিয়া তোরে ও রমণী
পাশরিবি ক্ষণ তোদের ধরণী ;
দেখ্ লো বারেক ফুলের জগৎ
মগ্ন শুধু প্রেম—ঘোরে।
নিয়ে যা ইহার অণু রেণু কণা
হিয়া খানি তোর ভোরে।

বিস্ময়ে পূরিত লোচনে চাহিনু
কল্পনা-বালার পানে,
মধুর হাসিয়া কহে কল্পনা,
"চল যাই ওই খানে।

সাদরে তোমায় ডাকিছে উহারা
উচিত, পূরাণো আশ।
আলাপ করিয়া সুখ পাবে মনে,
চল লো ওদের পাশ।"

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

ফুলের বিয়ে।

তৃতীয় সর্গ।

চলিনু দুজনে যথায় তাহারা
বকুলের তলে গাহিতেছিল ;
পশিনু তথায় ;—মোদের দেখিয়ে
হরষে তাহারা ছুটিয়ে এল।

মোহিত হইনু দেখিয়ে তাদের
কিবা অপরূপ মোহিনী ছবি !
এরূপ বর্ণনা করিবারে পারে
আছে কি ধরায় এমন কবি !!

হাসি' হাসি' তারা হাত ধরে কেহ,
কেহ বা বসন ধরিয়া টানি,—
কহে "ও রমণি ! চল লো তোমায়—
হেথাকার সব দেখায়ে আনি।"

আমার সহিতে কল্পনা দেবীরে
দেখিয়ে তথায়, ভকতিভরে ;

ফুলবালাদল, ফুল শিশুগণ,
চরণে তাঁহার প্রণাম করে।

আশীষি' কল্পনা বলিলা হাসিয়া
"আছে তো হেথায় কুশলে সবে" ?
বলিল "সকলি কুশল ;—বেলার
যুঁথীর সহিতে বিবাহ হবে।"

শুনিয়ে এ কথা কল্পনা দেবী
কহিলা আমারে মধুরে ভাষি,'
"ভালই হইল ফুলের বিবাহ
দেখে যাও ফুল-জগতে আসি।"

ফুলবালিকারা বলে "চল তবে
বিবাহ সভায় লইয়ে যাই ;
এস গো জননী কল্পনা দেবি!
বিবাহের বেশী সময় নাই।

"চল তবে ত্বরা" বলি' কল্পনা
চলিলা আমার ধরিয়া হাত ;
চলিনু হরষে,—আশে পাশে সব
চলে ফুলশিশু মোদের সাথ।

অতি সুকোমল ফুলময় পথ,
ফুল জগতের ইহাই সাজে;
আমাদের ধরা কঠিনতাময়
এক্ পা চলিতে চরণে বাজে।

ফুলের জগতে ফুলের বিমানে
হাসে তারা হাসে চন্দ্র সদাই;
চারি দিকে হাসি উঠিছে ফুটিয়া
হাসি ছাড়া যেন কিছুই নাই।

ফুলময় পথে, অতি সন্তর্পণে
চরণ রাখিয়া গেতেছি চলে;
পাছে সুকোমল কুসুমের দল
দলিত হয় এ চরণ তলে।

* * * * * *

পশিনু ক্রমে সে বিবাহ সভায়
অবাক্ হইনু চাহি' সে ঠাঁই;
যা কিছু মধুর বিচিত্র যা কিছু
কে বলিবে তাহা সেথায় নাই।

শত চন্দ্রমা ঢালিছে জ্যোছনা
ধাঁধিছে নয়ন বিভায় তার;

ফুলের বাঁশীতে উঠিয়াছে তান,
মুরজ মুরলী বীণা সে ছার!!

* * * * *

নাচিছে—গাহিছে ফুল বালিকারা
দম্পতী-যুগে ঘিরিয়া,
ফুল বেশ ভূষা পরিয়া যতনে
হাত ধরা ধরি করিয়া।

সুবেশ ধরিয়া নমিত বদনে
ফুল সিংহাসনপরি;
বেলা যুঁথী দোহে রয়েছে বসিয়া
সভা সে উজ্জ্বল করি।

সুরভি মাখিয়া মলয় পবন
চামর ব্যজন করিছে;
আপনি চন্দ্রমা তাহাদের শিরে
অমৃত বরষিছে।

তরুণ হৃদয় দুইটী আজিকে
নব উৎসাহ—মাখা;
হৃদয়ে উছসে সুখের তরঙ্গ,
অধরে হাসিটী আঁকা।

আছিল লুকানো কত সাধ আশা
এত দিন মনোমাঝারে ;
কহিতেছে তাই সুধীরে দুজনে,
—ভাসিতেছে প্রেম-পাথারে।

প্রবীণা যুবতী কত ফুলনারী
দিতেছে তাদের সাদরে,—
কত কি বিচিত্র কুসুমভূষণ
উপহার থরে বিথরে।

সুকুমার তনু কত ফুলশিশু
কুসুমের মালা গাঁথিয়া ;
দিতেছে হরষে প্রেমী প্রেমিকার
কণ্ঠোপরি দোলাইয়া।

ফুলবালাগণ করতালি দিয়া
নাচিয়া নাচিয়া গাহিছে ;
তালে তালে তালে ফুলের নূপুর
রুণু ঝুনু রুণু বাজিছে।

ফুলবাঁশী সাথে মিলাইয়া সুর
তুলিয়া তরল তান,

প্রণয়ী যুগলে ঘেরিয়া হরষে
গাহিল মিলনগান।

(গীত)।

মরি কি মাধুরি !
দেখ গো সবে দেখ গো চাহি'
নয়নভরি।
মধুরে মধুরে মধুর মিলন,
প্রেম-ডোরে বাঁধা পড়েছে দুজন,
এক বৃন্তে দুটী ফুটেছে কুসুম,
আ মরি ! মরি !
দেখ গো সবে দেখ গো চাহি'
নয়নভরি !
কি মাধুরি !"

ইতি তৃতীয় সর্গ।

ফুলের বিয়ে।

চতুর্থ সর্গ।

ফুলবাঁশী সাথে মিলাইয়া সুর
ফুলবালিকারা গাহিছে ;
তালে তালে তালে ফুলের নূপুর
কি মধুর আহা বাজিছে

মোহিত হইনু সে সুধা সুস্বরে,
—উঠিল পরাণ নাচিয়া ;
তাহাদের সাথে পুলকে আমারো
হৃদয় উঠিল মাতিয়া।

* * * * *

সহসা—সহসা—ফুলবালাদের
থামিল সঙ্গীত-লহরী ;
যে যেখানে ছিল নীরব হইল,
নীরব হইল বাঁশরী।

সসম্ভ্রমে সবে কাহার উদ্দেশে
শির নত যেন করিল;
কে যেন আসিছে, ভূষণশিঞ্জন—
শ্রবণবিবরে পশিল।

বিস্ময়ে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিনু
শোভন সুবেশ ধরিয়া,—
পরমা সুন্দরী নারী এক জন
আসিছেন ধীরে চলিয়া।

মণি মরকত হীরকলাঞ্ছিত
অপূর্ব্ব কুসুম মুকুট.
মহিমাময়ীর সে সুন্দর শিরে
লভেছে আসন অটুট।

যেখানে যা সাজে—ফুলের ভূষণ
অঙ্গে ঝক্ মক্ করিছে;
বিচিত্র ফুলের বিচিত্র বসনে
লাবণ্য টুটিয়া পড়িছে।

কল্পনা দেবীরে শুধানু কৌতুকে
"কে আসিছে ওই স্বজনী?

বুঝি বা স্বর্গের হবে শচী—রাণী
ওই দেবীরূপা রমণী !"

"না—না—না স্বজনি ! শচী—রাণী—নয়,
—ফুল-জগতের ঈশ্বরী ।"
—কহিল কল্পনা—"ত্রিদিবেও সখি !
নাই এ সৌন্দর্য্যমাধুরী ।"

* * * * * *

বিবাহ সভায় পশিলা সুন্দরী,
রাণীর চরণে নমিল সবে ;
জ্যোতির্ম্ময় এক ফুল-সিংহাসনে
ফুলের ঈশ্বরী বসিলা তবে ।

রাণীর সমুখে দম্পতি যুগল
শির নত করি দাঁড়াল আসি ;
সে রাঙা চরণে নমিল উভয়ে,
আশীষি সুন্দরী—চাহিলা হাসি !

কহিলা সুধীরে সুমধুর স্বরে
"কোটী পরমায়ু লইয়া দোঁহে ;
উভয়ে এমনি হোয়ে এক প্রাণ
বিরাজ অনন্ত প্রেমের গেহে ।"

কল্লোলিনী।

এতেক বলিয়া—কণ্ঠ হোতে—দুটী
অতুল উজ্জ্বল মালিকা খুলি,'
হরষিত চিতে—স্নেহভরে ধীরে
দিলা উভয়ের গলায় তুলি।

পরায়ে মালিকা প্রণয়ী-যুগলে
কহিলা সুন্দরী স্মিত-বদনে :
"প্রীতি উপহার দিনু পরাইয়া
শুভচিহ্ন এই রেখো যতনে।"

তার পর রাণী, যুঁই বালিকার
কচি হাত দুটী সাদরে ধ'রে ;
কোমল মাল্য-বন্ধনে বাঁধি,
বাঁধিয়া দিলেন বেলার করে।

উভয়ের পানে চাহিয়া কহিলা,—
"আজ হোতে এক হইলে দোঁহে
ক্ষুদ্র দুটী প্রাণে প্রেমের উৎস
এত দিন যাহা দু ধারা বহে—

মিশে যাক্, আজি হোয়ে যাক্ এক,
যেমন সাগরে নদীর ধারা ;

দিনু বর আমি 'অক্ষয় মিলন'
সাক্ষী রহুক চাঁদিমা—তারা।"

* * * * * * *

তবে ফুলরাণী—সভাস্থ সকলে
সম্বোধি' কহিলা—"আশীষ কর—
এবে গো তোমরা প্রণয়ী-যুগলে";
সমস্বরে সবে তুলিয়া কর—

কহিল গভীরে—"ফুলের জগৎ
যত দিন নাহি ধ্বংস হবে;
ও দুটী প্রেমিক হৃদয়মিলন
জগতের মাঝে ঘোষণা রবে।

বরিষ আশীষ স্বরগ হইতে
স্বরগনিবাসী দেবসকল।"
এত বলি সবে, উভয়ের শিরে
বরষিল ফুল্ল কুসুমদল।

ফুলশিশুগণ, পুলকে আবার
ধরিল ফুলের বাঁশীতে তান;
নাচিয়া নাচিয়া ফুলবালাদল
আবার গাহিতে লাগিল গান।

(গীত)

মিলেছে দুজনে ভালো,
রূপেতে জগত আলো,
যুগল মাধুরী দেখি জুড়ালো নয়ন।
কোথা গরবিনী রতি!
এ শোভা সে দেখে যদি,
মুরছিয়া পড়ে,—লাজে লুকায় মদন।

ইতি চতুর্থ সর্গ।

১৩০০। ফাল্গুন

বিরহোন্মাদিনী।

(গাথা)

কত দিন ধোরে রয়েছি চাহিয়া ;
আপনার মনে যেতেছে বাহিয়া—
বরষ ও মাস ;—আঁচলে বাঁধিয়া
সময়েরে রাখা কভু কি যায় ?
হৃদি প্রাণ মন সঁপিয়াছি যারে
বাঁধিয়া রাখিতে পারিনু না তারে,
গেল অনায়াসে ত্যজিয়া আমারে—
—হয় তো এখন ভুলেছে হায় !

সাত বৎসর হ'য়ে গেল পার,
সাত যুগ যেন নিকটে আমার ;
স'বো কত কাল এ বিরহ আর,
ভেবে ভেবে আমি সে আমি নাই।
অলস অবশ ক্ষীণ তনু খানি,
আর কত কাল রবে নাহি জানি ;
দহিয়া দহিয়া হয় তো বা আমি,
পুড়িয়া কখন্ হইব ছাই।

পাগলিনী প্রায় হারায়েছি দিশা,
বুঝি পোহাবে না এ বিরহনিশা ;
চির দিবসের—প্রণয়ের—তৃষা—
মিটিবে না বুঝি জীবনের মোর।
পেরেছে বুঝিতে যেন এ হৃদয়,—
মরণ আমার বেশী দূর নয় ;
না পাই দেখিতে যদি এ সময়
মরিব লইয়া পিয়াসা ঘোর।

কত দিন ধোরে রয়েছি চাহিয়া ;
রেখেছি হৃদয় আশায় বাঁধিয়া,
কত না বসন্ত জীবন বাহিয়া
হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।
কত না রজনী নিরজন বাসে,
কাটায়েছি বসি বাতায়ন পাশে,
পথপানে চাহি আশার আশ্বাসে ;
—হায় ! হায় ! কই সে তো না এল !

প্রতিদিন উঠে রবি শশী তারা,
দেখে মোর দশা পাগলিনী—পারা,
জানি না তো মনে বোঝে কি যে তারা,
জানি না দয়া কি হয় না হয়।

আছিল যখন সে আমার কাছে,
ধরণী যেমন ছিল,—তাই আছে ;
এখনো কুসুম ফোটে গাছে গাছে,
বেলা যুঁথী—চাঁপা—বকুলচয়।

এখনো বিহগ প্রভাতে সন্ধ্যায়,
আগেকারি মত প্রতিদিন গা'য় ;
প্রভাত-সমীর—তেমনি খেলায়,
তরুশাখা,—ফুল, লতিকা সাথে ;—
বিতরে তেমনি ফুলের সুবাস ;
এখনো ভ্রমর—আননে—সহাস
আসি'—মধু যাচে কুসুমসকাশ,
ফুলমধুপানে তেমনি মাতে।

ধরণীর যাহা ছিল আছে তাই,
ছিল যা আমার শুধু তাই নাই ;
যা কিছু মধুর লাগে যেন ছাই,
সে বিনে কিছুই লাগে না ভালো।
হৃদয়-পৃথিবী আঁধার আমার,
ফোটে না ফুল,—পাখী গাহে না আর ;
সেথা বরষে না শশী সুধা-ধার,
তপন আর তো দেয় না আলো।

আঁধারে ডুবিয়া আঁধারে জাগিয়া,
তাহার চরণ দরশ লাগিয়া,
আরো কিছু দিন জীবন মাগিয়া—
বিধাতার কাছে,—এখনো আছি
সাত বৎসর হ'য়ে গেল পার,
সাত যুগ যেন নিকটে আমার;
কবে আর দেখা পাব গো তাহার,
কত দিনই আর রহিব বাঁচি!

বুঝি আশা তার হ'য়েছে সফল,
পাইয়ে সম্পদ ভুলেছে সকল;
সে পবিত্র পূত প্রেম নিরমল,
ছিল যাহা শুধু আমারি তরে।
হেম নিরমিত সিংহাসনোপরি,
মুকুতা-জড়িত রাজ-বেশ পরি',
হীরক প্রবালহার কণ্ঠে ধরি'
বসি যথা সভা উজ্জ্বল ক'রে'—

সাধে রাজকাজ হসিত আননে;
সে বিভব মাঝে আসে কি স্মরণে—
নিমেষের তরে এ দুখিনী-জনে?
—স্বপনের মত—অতীত কথা,—

কভু কি তাহার মনে প'ড়ে যায় ?
সে অতুল প্রেম ভালবাসা হায়—
হয় কি স্মরণ ?—ভাবিয়ে আমায়,
—উপজে কি হৃদে সুখের ব্যথা ?

—অথবা তাহার যশঃ সৌরভে,
পূরেছে দিগন্ত,—র'য়েছে সে যবে—
ঐশ্বর্য্যের মাঝে বিপুল বিভবে ;
দুখিনীরে আর মনে না পড়ে !

হয় তো আমার প্রাণের রতন,
পেয়েছে রূপসী মহিষী নূতন ;
নবীন সোহাগ প্রণয় যতন,
ডুবিয়া রয়েছে সুখের সরে।

* * * * * *

একি ! মিছে ভেবে কেন পাই ব্যথা ?
ভুলেছি কি তার প্রতিজ্ঞার কথা ?
সে যে বলেছিল "না হবে অন্যথা
আমার বচন হৃদয়েশ্বরি !

তোমা ছাড়া কারে চ'খে দেখিব না,
তোমা বিনা কারে মনে ভাবিব না,
আর কারে কভু ভাল বাসিব না,
তুমিই, র'য়েছ হৃদয় ভরি।

প্রিয়তমে! মোর তুমিই সকল,
মনের সাহস, জীবনের বল,
অদৃষ্টের পথে প্রধান সম্বল,
তুমি ছাড়া মোর কিছুই নাই।
শুষ্ক সিন্ধু মত মোরে নাহি সাজে,
তুমি হীন হ'লে;—ব্যাপ্ত সব কাজে
প্রিয়ে! তুমি;—তোরে পেয়ে হৃদি মাঝে,
এখনো রয়েছি বাঁচিয়া তাই।

যেথায় না থাকি, জানিয়ো নিশ্চয়,
তোমারি নিকটে বাঁধা এ হৃদয়;
জগত আমার শুধু তুমিময়,
জীবনে মরণে আমিলো তোর।
এক বৃন্তে যেন মোরা ফুল দুটী,
প্রাতে এক সাথে উঠিয়াছি ফুটি;
যাইব আবার এক সাথে টুটি',
আসিবে যখন সাঁঝের ঘোর।"

এ কথা তাহার আমার শ্রবণে,
ধ্বনিছে—এখনো মধুর স্বননে;
তবে কেন আমি মিছে ভাবি' মনে—
ব্যথা পাই;—সে তো কপটী নয়।

না হইবে আন্ কভু তার কথা,
সে মূরতি খানি মাখা—সরলতা;
জানে না কাহারে বলে কপটতা,
ছি ছি কেন আমি করি এ ভয়!

হয় তো প্রেমের প্রতিম আমার,
পড়েছে কোথায় বিপদমাঝার;
আশার সাগরে আমি দি' সাঁতার,
দূর দূরান্তরে একেলা হেথা।
আমারে হয় তো করিয়া স্মরণ,
হৃদয়ে কত না পেতেছে বেদন;
—যদি আমি পাশে র'তাম এখন,
প্রাণেশ আমার রয়েছে যেথা!

আহা! সে কেমন হইত সুখের!
রহিতাম উভে' মাঝে—মিলনের;
আর কি আনন্দ আছে আমাদের?
—যতই বিপদ হোক্ না কেন!
লক্ষ কোটী অসি মাথার উপরে,
যদি চারি ভিতে ঝক্ মক্ করে;
নাথপাশে রহি অভাগী না ডরে,
ভাবিব কুসুম বরষে যেন।

কিন্তু মাঝে এবে ব্যবধান কত!
রয়েছি—অন্তরে—শত ক্রোশ পথ;
বিঁধে এ হৃদয়ে অশনির মত—
অমঙ্গল কথা ভাবিলে তার।
কোথা কত দূরে রয়েছে না জানি,
কে আনিবে বহি সুমঙ্গল বাণী;
বিপদ ভাবিয়া তরাসে পরাণী
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে আমার।

যাও সর্ব্বঠাঁই তুমি তো পবন,
আমার কথা কি করিবে শ্রবণ?
বাঁচাও যদি এ অভাগী জীবন,
কৃতজ্ঞা রহিব তোমার কাছে।
রয়েছে যথায় সখা সে আমার,
দয়া কোরে তথা যাও এক বার,
কুশল বারতা শুধায়ো তাহার;
বোলো সে অভাগী পাঠাইয়াছে

হে বায়ু! যদিও চেন তুমি তায়,
কত শত বার দেখেছ হেথায়;
তবু আর বার বলে দি তোমায়,
কেমন তাহার মধুর রূপ!—

ঘন কুঞ্চিত চুলগুলি তার,
এলো থেলো হ'য়ে উপরে গ্রীবার,—
প'ড়েছে লতিয়া কিবা চমৎকার;
বাড়িয়াছে শোভা কি অপরূপ!

প্রশস্ত ললাট; নয়ন যুগল—
আকর্ণবিস্তৃত;—করে ঢল ঢল,
যেন আধ-ফুট তুটী শত দল;—
কাঁপে তর তর পবনভরে।
মন-মুগ্ধকরী কিবা সে চাহনি!
দেখিলে বারেক আপনে আপনি—
কে রহিতে পারে? হৃদয় অমনি—
দিতে সাধ যায় তাহার করে।

কেমন সে ঘন যুগ্ম ভুরুলতা,
তু চারি কথায় কি কোরে কব তা,
দিব যে উপমা এমন কি কোথা—
রয়েছে?—ভাষায় মোর না জুটে।
মদনের ধনু চ'খে দেখি নাই,
বলে যাহা লোকে শুনিতে তো পাই;
সে ভুরুভঙ্গিমে দেখিয়াছি তাই,
পরাণ পুলকে শিহরি উঠে।

দেব তুমি ;—কিবা না পাও দেখিতে ?
তবে পারিয়াছ আভাস বুঝিতে,
—বাহুল্য প্রয়াস আমার বলিতে,
—উপমা পলায় সে রূপ কাছে।
যদিও গোলাপ মনোহর ফুল,
রূপে গুণে ফুল তার সমতুল,—
নাই বটে ; তবু কণ্টক-সঙ্কুল ;
সে ভয়টা মনে খুবই আছে।

সেই লোহিতাভ কপোল যুগল,
যেন বিকশিত গোলাপের দল ;
নয়নরঞ্জন, মধুর কোমল,
পরশে হৃদয় জুড়ায়ে যায়।
সেই যে সহাস রাঙিমা অধর,
পরশে তনু এ প্রেমে জর জর ;
পরশেও ভয়,—রক্ত ঝর ঝর—
বুঝি বা ঝরিয়া পড়িবে তায়।

বিশাল সে হিয়া কঠিনে কোমল,
রণে, বনে, গৃহে, অচল, অটল ;
আজানুলম্বিত সে বাহু যুগল,—
দেখি জাগে ভয় অরির মনে।

আমি মুখ রাখি সে হৃদয়পরে,
ভাসিতাম আহা! কি সুখের সরে;
বাঁধি বাহুপাশে প্রণয়ের ভরে
ঢালিতেন যবে মধুর স্বনে—

কত প্রেম মধু বাণী এ শ্রবণে;
বিবশ অন্তরে অলস নয়নে
বিভোর র'তাম কি সুখ স্বপনে,
—কি অমৃত যেন করিয়া পান।
সে সুখ কি আর আসিবে না ফিরে?
সে মু'খানি আর দেখিব না কিরে?
কত কাল আর যাপিবে অধীরে,
আশার ছলনে আকুল প্রাণ।

হিতকারী তুমি জগত-জনার;
হে সমীর! আজি কর উপকার,
অভাগী—বিরহবিধুরা বালার;
—করপুটে তোমা' মিনতি করি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য তুমি ভ্রমিয়া বেড়াও,
অজ্ঞাত ঠাঁই নাহিক কোথাও;
যথায় সে আছে যাও সেথা যাও,
—বোলো তারে আজো জীবন ধরি।

গেছে সে আমার আসিবে বলিয়া,
আছি তাই আজো পথ নিরখিয়া ;
রেখেছি এ প্রাণ বাঁধিয়া ধরিয়া,
আর কত দেরি আসিতে আছে ?
বিরহে তাহার হিয়া জর জর,
ভাঙিয়া পড়েছে শরীর অন্তর ;
মরণের কোলে ঘুমাব সত্বর,
ত্বরায় যদি সে না আসে কাছে।

১৩০২

নিবেদন

(১)

হে প্রভু, হে দেবতা আমার !
আজি দু চারিটে কথা
কহিতে বাস না মনে,—
বিরলে চরণতলে বসিয়া তোমার।
এমনি নিস্পন্দ আঁখি
রাখিয়া মুখের পরে
নীরবে শুনিয়া যেয়ো মরম কথার

(২)

যে কথা বলিতে সাধ,
মুখের ভাষায় যদি
নাই তাহা পারি প্রকাশিতে ;
শিশু, কি পাগল মত
কি কথা বলিয়া ফেলি—
যদি আমি ;—কি কথা বলিতে।
তুমি তো অন্তর যামী—,

তুমি তো জানিছ সবি,
জেনে শুনে পারিবে কি সে দোষ ধরিতে ?

(৩)

অনন্ত সৃষ্টির সাথে
যেমন সম্বন্ধ তব,
আমারো তেমনি রচয়িতা।
আমারো বিষয় আমি,
জানিনে কখনো যাহা,
চিরকাল জানিছ তুমি তা।
তবে যে তোমায় দুটো,
বলিতে হ'তেছে সাধ,
জান তো জনক তুমি আমি তো দুহিতা।
জান তো তুমিই সব,
প্রেমাস্পদ স্নেহাস্পদ,
তুমিই জননী সখী সাথী কিংবা মিতা।

(৪)

প্রশান্ত উদার সৃষ্টি,
সুমহান তুমি স্রষ্টা;
অনন্ত অব্যক্ত তুমি প্রভু !

তোমারি রচিত জীব
সৃজনের আদি হোতে
ধরিতে পারেনি তোমা' কভু।

(৫)

ভকতি বিশ্বাসহীন,
শুধু বিজ্ঞানের বলে,
কে কবে পেয়েছে কোথা অমৃতসন্ধান ?
যাহারা প্রেমের বলে
সে অমৃত পেয়েছিল,
দিয়াছে সমান খ্যাতি অবোধ সন্তান।

(৬)

ক্ষুদ্র দুরবল হিয়া—
মানবের ধর্ম্ম এই ;
অণুবই তারা তব আর কিছু নয় !
কেমনে জানিব তবে
কি যে তুমি হও প্রভু !
অসীম, ও একাধারে তুমি সর্ব্বময়।

(৭)

শক্তি, আনন্দ, জ্ঞান,
প্রেম, জ্যোতি, ক্ষমা, দয়া,

কিছুরি নাহিক অন্ত আদি।
সাকারেতে নিরাকার,
ধারণার কিছু নাই ;
তাই পরস্পরে মোরা সদাই বিবাদী।

(৮)

যা হও তা হও প্রভু!
কাজ কি সন্ধানে মোর ?
আমি শুধু পেতে চাই চরণ তোমার।
যে পথে গেলে তা পাবো,
সেই প্রেমপথে যেন
নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারি এ ভিক্ষা আমার।

(৯)

আমি যে তোমারি, দেব!
যেন আর নাহি ভুলি,'
নিয়ত রহুক হৃদি চেতনা লভিয়া।
আকর্ষণ কর কৃষ্ণ!
আমার অন্তর তুমি ;
আরাধিব ও চরণ রাধিকা * হইয়া।

---

* আরাধিকা।

তুমিই ব্যথার ব্যথী
হইবে আমার সখী,
তোমারেই মনোব্যথা বলিব খুলিয়া।
দারুণ অশান্তি তাপে
দহিব যখন আমি
মা! তোমার কোলে যাবো বেদনা ভুলিয়া।

(১০)

সরবস্ব ধন তুমি!
তোমারি, তোমারি আমি;
নিশি দিন ডাকিব তোমায়।
কিন্তু হায়! রাখিয়াছ—
মোরে যে কঠোর স্থানে,—
বিষয়গরলমাখা সংসারকারায়।
তুমি যে সকলেশ্বর!
সেই সে তোমারে নাথ!
প্রাণ খুলে ডাকিবারো নাহিক উপায়।
কত বিঘ্ন কত বাধা
আছে হেথা পদে পদে—
তোমায়ো স্মরিতে প্রভু! হায় হায় হায়!

লয়ে চল তবে মোরে
সেই সুধাময় স্থানে,
এ বিষনিশ্বাস নাথ! না পশে যেথায়।

(১১)

বিজনে প্রকৃতি দেবী,—
মগন তোমার ধ্যানে;
—সৃজনের পরাকাষ্ঠা তব!
সেই সে মহান্ দেশে
আমিও তোমার প্রেমে
বিরলে মগন হোয়ে র'ব।

(১২)

হেথাকার কার্য্য তব
করিতে যা রহিয়াছে,
শক্তি দাও শীঘ্র তাহা করিতে সাধন।
তোমার আঁখিতে আঁখি,
নিয়ত রাখিয়া সখা!
বাধা-তৃণ,-দলি' কাজ করি সমাপন।
তার পর হাত ধোরে,
মোরে নিয়ে যেয়ো নাথ!

সেই তব প্রেমের ভবনে।
তোমাতে আমাতে, দোঁহে,
করিব অনন্ত যুগ
চিদানন্দে বাস এক সনে।

১৩০২। ৪ আশ্বিন।

অভাগিনীর উক্তি।

(১)

ওকি কথা! কেন কাঁদি শুধাইছ কি তাহাই?
হায় রে রয়েছে নাকি উত্তর ইহার!
বড় সুখে কাঁদিতেছি,
বড় সুখ পাইতেছি,
এত সুখ এ হৃদয়ে ধরে নাকো আর!
—বুঝিলে তো কেন কাঁদি, শুনিলে তো ছাই!!

(২)

তবে আর করিয়ো না আদর কি স্নেহ কেহ,
—তবে আর ভাল মুখে কহিয়ো না কথা।
আগুন জ্বালিয়া ধূ ধূ,
পোড়াও পোড়াও শুধু,
কিছুরই শেষ আর রাখিয়ো না কোথা।
—ভস্ম হোক্—ভস্ম হোক্ প্রাণ মন দেহ।

(৩)

মুখ ফুটে যদি আজ এত কথা কহিলাম,
আরো যাহা কহিবার আছে তা কহিব।

মরমের গুরু ভার,
ঢেকে রাখিব না আর,
আরো যদি থাকে বাকী সহিতে ;—সহিব।
—জান কি পাষাণ প্রাণে কত সহিলাম!

(৪)

হাঁ! তবে একটী কথা কহিবে কি সত্য কোয়ে!
লুকাতে তো করিবে না ছলনা আমায়?
আপন হৃদয়পর,
রাখিয়া একটী কর,
অপর হাতটী রাখি এ মোর মাথায়,
বল দেখি 'স-অন্তরে স্নেহ কর মোরে'?

(৫)

জানি জানি পারিবে না স্বীকার করিতে তাহা।
জানিলাম আপনারো হোয়ে যায় পর।
তবে কেন—কেন মিছা!
অন্তরে পুষিয়া বিছা,
মুখের কথায় ঢালো স্নেহের নির্ঝর!
—সেই ভাল তাই কর মনে আছে যাহা।

(৬)

সে যে ওগো প্রাণে সয়, সয় না এ ব্যবহার।
হীরার ছুরির মত ধার বড় এর।
বুক কেটে কেটে বিষ,
ঢালিতেছে অহর্নিশ,
উপাড়ি লও এ ছুরি জ্বলিয়াছি ঢের।
—উহুহু! গেল যে বুক পারি না যে আর।

(৭)

বিঁধিয়া বিঁধিয়া হেন মেরে কি পাইবে সুখ?
মারিবে তো একেবারি ফেল না মারিয়া!
একেবারে হোক্ শান্তি,
ঘুচুক্ সকল ভ্রান্তি,
আর কাজ নাই পাপ পরাণ ধরিয়া।
—অরুচি দেখিতে আর এ সুখের মুখ।

১৩০২। আশ্বিন।

এলি কি মা !

(গীত)

এলি কি মা উমা আমার !
নয়নের হারাণো তারা !
দেখ্ চেয়ে মা তোর তরেতে
কেঁদে কেঁদে নয়ন-হারা।

দৃষ্টি আমার অন্ধ হোলো
অন্তরেতে গেলে যখন ;
ভুবন-ভোলা ঐ মু'খানি
দেখ্‌বো সাধ্য নাই এখন।

আয় মা উমা ! কোলের পরে
জুড়িয়ে দে মা ! সকল ব্যথা
মা বলিয়ে ডাক্ মা ! বারেক্,
ঢাল্ মা ! কাণে মধুর কথা।

শীতল হোলো বুক্‌টা আজি,
বইচে প্রাণে সুধার ধারা।
থাক্ মা! শুয়ে বুকের পরে
মুখ্‌টী রেখে এম্‌নি ধারা।

১৩০২। ৯ আশ্বিন।

ব্যাকুলা রাধা

তারকামালিনী, সচন্দ্র যামিনী,
সমাগম ঋতুরাজ ;
বল্লী কুসুমিত, গুঞ্জে অলিকুল
গহন নিকুঞ্জমাঝ।

পিক পিকবধূ কুহরে পঞ্চমে,
বিহরে দাক্ষিণ বায় ;
পত্র মর মর ; উর্ম্মি তর তর
যামুন বহয়ি যায়।

ইহ মধু রাতে, নিকুঞ্জে রাধিকা
মাধব চরণতলে ;
আলু থালু বেশে লুটত ভূতল,
ভাসয়ি নয়ন-জলে।

কবহুঁ শ্যামক চরণ দু খানি
হৃদয়ে চাপয়ি রাখি ;

বহুত মিনতি করত কাতরে,
অঁচোলে মুছয়ি আঁখি।

"কৈছে কহলি এ দারুণ বাত?
নিরদয় হিয়ে শ্যাম!
অবলা বধের ডর না করহ;
—কি লাগি এতেক বাম!
শ্যাম রে কি দোষ করনু হাম?

কৈছে যাওবি সবকো ছোড়য়ি,
আঁধারি বরজ গেহ?
গোকুলজীবন তুঁহু রে মাধব!
বিছুরিলি আজু সেহ!

তু বিনু গোকুল রহবে পড়য়ি
প্রাণ-হীন শূন দেহ!
জানয়ি;—মনমে—(তেজিতে গোকুল)
কৈছে বাঁধলি থেহ?
শ্যাম রে! এহি কি তোহার লেহ?

নহি রে—, কবহুঁ ন দিবহ যানে,
কৈছে যাওবি হরি!

পহিলে হমার দেহ প্রিয়তম!
কণ্ঠ ছেদন করি;
শ্যাম রে—চরণ তোহার ধরি!

তোহারি বিরহ মরণ হমার,
আওর মরণ নাহি;
ন দিহ পহু গো! এ যাতন মোয়,
কাতর ভিখ এ চাহি।

কি করলে নাহ! রহবি,—কহ রে,
অবহুঁ করব হাম;
না কর না কর, শপতি হমার
মথুরাগমন নাম।

বরজজীবন বরজরতন,
বরজবাসীকো শ্যাম!
ছোড়য়ি এ সব্ কথি রে যাওবি,
কাঁহা সো মথুরা ধাম?
শ্যাম রে—কি লাগি এতেক বাম!

১৩০২। ১৮ আশ্বিন।

উমা

(শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের)
"সংসার" উপন্যাস।

দেখেছি বিন্দুর চির সুপ্রসন্ন মুখ,
দেখেছি বালিকা সুধা,—সুধাভরা বুক ;
দেখেছি সে কালী তারা,
সংসারের ধ্রুব তারা,
অচল সংসার সে না র'লে একটুক্।
দশা তার দেখিলাম,
সংসার উহারি নাম'
—বুঝাবার আছে তারে বিধাতা বিমুখ।

সোণার কমল প্রায়,
আদরিণী উমা! হায়,
তুই কি বিধির—শুধু সৃজনের ভুল?
শুধু কি নিমেষ তরে,
এসেছিলি ধরাপরে?

বিপুল সে প্রেম ল'য়ে, রূপ সে অতুল!
একটী পলক্ ভোরে,
দেখিয়া লয়েছি তোরে,
রহিয়া গেছিস্ হিয়ে স্নেহের পুতুল!

সাধের সে খেলাঘরে,
আজো সবে খেলা করে,
—মাঝ খানে তোরি শুধু ভেঙে গেছে ভুল!

* * * * * *

রূপ-বৃন্তে প্রেম-ফুল,
কিবা শোভা ঢুলু ঢুলু,
পবিত্র সৌরভে তার,—পরাণ আকুল:
যার লাগি ফুটিলি রে,
চাহিল না সে তো ফিরে,
—ঝরে যাঁ,—পড়ুক্ ভেঙে জীবনের মূল।

ফুল কি বৃথায় ফোটে!
চাঁদ্ কি বৃথায় ওঠে?
নদী কি বৃথায় গীতি গাহে কুলুকুল?

তুই রে বৃথায় কেন,
ফুটিয়া থাকিবি হেন ?
থামা গান, নিভা আলো, ভেঙে যাক্ ভুল

* * * * * *

ধরার শতেক ব্যথা,
সহে রে রমণী—যথা,
প্রেমের একটী দাগে জীবন উন্মূল

১৩০২। আশ্বিন

এস

(গীত)

৮

কেন দিলে সখা তবে
এত ধন রতন ?
কেন দিলে প্রাণ মন ?
কেন দিলে নয়ন ?

চারিদিকে শোভারাশি
কেন এত গড়িলে ?
তুমি নাথ প্রেমময়
যদি ধরা—না দিলে !

শোভার আকর তুমি
আছ কোথা লুকায়ে ?
অবিরত কত শোভা
তুলিতেছ ফুটায়ে !

এস এস তুমি নাথ !
নয়নের সমুখে ;

এস এস হৃদাসনে
প্রেমময় স্বরূপে !

এস চির সুন্দর,
হে ভুবনমোহন !
এস এ শোভার মাঝে
হে শোভার শোভন !

আঁখি ভরি প্রাণ ভরি,
করি' অবলোকন ;
কামনা পূর্ণ করি
সফল করি জীবন।

১৩০২। কার্ত্তিক।

প্রেম।

আজো নাহি বুঝিলাম সই !
আজো দেখা পাইলাম কই,
কাণে শুধু শোনা হল সার !
তুই লো জানিস্ যদি বল্,
যাতে করে প্রাণ টল্ মল্,
এ জীবনো যার কাছে ছার।

জানিনে, জানিনে সেকি ছাই,
এমন জিনিস নাকি নাই,
কিলো সই বল্ দেখি শুনি।
অমৃত কি হলাহল বিষ,
তুই কি আস্বাদ বুঝেছিস্ ?
আস্বাদে পাগল কত গুণী।

আমি যদি দেখা তার পাই,
আকণ্ঠ পূরিয়া তবে খাই ;
হাঁলো তার নিবাস কোথায় ?

কোথা কোন্ অজানিত দেশে,
না জানি, না জানি, রয়েছে সে;
পথ তার দেখাবি আমায়?

অতুল সুন্দর সেই মণি,
লুকায়ে রেখেছে কোন্ ফণী?
বল্ বল্ সই লো আমার।
কোন্ বারিধির গর্ভমাঝে,
বল্ লো সে রত্ন রহিয়াছে?
—ডুবিয়ে দেখিব এক বার।

কোন্ নীল আকাশের তলে,
সে চাঁদিমা ঝল্ মল্ জ্বলে;—
দশ দিশি করিয়া উজ্জ্বল?
সুধা হোক্ অথবা গরল,
হিম হোক্ অথবা অনল,
পিয়ে জন্ম করিব সফল।

চিরতরে হয় তো মরিব,
হয় তো বা অমর হইব;
মরা বাঁচা দুই তো সমান।

কোথা সই দেখা পাব তায়!
কি দিলে বা বল্ পাওয়া যায়,
—তাই আমি করিব লো দান।

১৩০২। কার্ত্তিক।

অনুপমা।

(ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি)।

কি ক'রে খসিয়া পড়িলি স্বর্গ হ'তে?
কি ক'রে ভাসিয়া আসিলি মর্ত্ত্যপথে,
কোন্,—দুষ্ট চপল স্বর্গ-বায়ুর স্রোতে?
ওরে তুই স্বর্গ-ফুলের কলি!
স্বর্গ আভা এখনো রয়েছে মুখে,
ওষ্ঠ—পুটে—রঙ্গীন টুক্‌টুকে,
স্বর্গ-হাসি যায়নি এখনো শুকে,
রয়েছে মনে স্বর্গভাষাবলী।

কি নাম তোর রাখিব ওরে বল্?
খুঁজিনু ধরা স্বর্গ রসাতল;
মনের মতন হয় না সে সকল,
অনুপমা নামটী তাই রাখি।
আশীষ এই তোমারে করিলাম,
সফল যেন হয় রে তোর নাম;

বিধির পায়ে ভিক্ষা চাহিলাম,
গুণের যেন থাকে না কিছু বাকী।

১৩০২।

আবাহন।

এই যে আমার মানস-আসনে,
বসি আলোময়ী প্রতিমা ;
কি মোহন বীণে রাগিণী মহান্,
বাজাইতেছিল মোহিয়া পরাণ,
—ভাসিতেছিল কি মহিমা !

কখন্ থামিল ধ্বনি সে বীণার ?
কোথা লুকাইল দেবী সে ?
ছিনু কি ঘুমিয়া ? ছিল না কি জ্ঞান ?
না দেখি এখন আকুল পরাণ ;
সে বিনা আঁধার হেরি যে !

থেমেছে সে বীণা, গেছে বুঝি তাই
হৃদয়কমল শুকায়ে।
দগ্ধ-মরু, সে শ্যামল কানন ;
কোথা সুকণ্ঠ বিহঙ্গগণ—
রয়েছে কণ্ঠ লুকায়ে ?

কোথা তুমি, অয়ি লো সুরসুন্দরি!
এস এস মনো-আসনা!
নিতান্ত তব আশ্রিত আমি,
শুদ্ধ তব ও শ্রীপদকামী,
—পূর্ণ—কর—এ বাসনা।

বিমুখ আমারে হও যদি তুমি,
ঠেল চরণেতে এ দাসে;
যাব বল তবে আর কার কাছে?
এ দাস তোমারে শুধু চিনিয়াছে,
—তোমা' ছেড়ে রব কি আশে?

মানব ক্ষুদ্র আমি তো ধরার,
দেবী তুমি সুরকুমারী।
আমি পদে পদে অপরাধী পদে,
ক্ষমিয়ো আমায়, রাখিয়ো বিপদে;
—রেখো মনে আমি তোমারি।

১৩০২। ১৪ অগ্রহায়ণ।

সে কে ?

সে কে ?—শুধায়ো না আর !
না, না, বলি, শোন তবে,
বলিতে ব্যথা না হবে,
সে ছিল নিতান্ত আপনার।
আমি মা, ছিল সে মেয়ে,
আছে কি বেশী এ চেয়ে ?
—এখন নাহিক চিহ্ন তার।
ছিলাম উভয়ে আর,
দোঁহার গলার হার,
বিরহ বাজিত বড় প্রাণে ;
সে ভালবাসায় আজ,
পড়িবে এমন বাজ,
স্বপনেও হায় ! কে তা জানে ?
ছিল সেই ভালবাসা,
আকাশেতে যেন বাসা,
মুহূর্ত্তে হইল ভূমিসাৎ ! .
অতুল বলিত সবে :

এই তারি শেষ হবে ?
—একেবারে সবি ভস্মসাৎ।।

এখন্ সে স্বতন্তর,
আমি তো হয়েছি পর,
এখন ভুলেও নাহি স্মরে।
আরো একি সর্ব্বনাশ !
কহিতে শুনিতে ত্রাস ! !
মানুষে কি এত দূর করে ?

কি ছার ধনের লাগি,
কেন এ দোষের ভাগী,
হায় ! একি চিরদিন রবে ?
সবি তো পড়িয়া রবে,
আমাদেরি যেতে হবে,
ভাল মন্দ লোকে শুধু কবে

* * * * *

এখন্ বুঝেছি সার,
সকলি ছলনা তার,
গরলে মাখানো ছিল হিয়া।
ঢাকিয়া রাখিয়া ছিল,

সময়েতে উগারিল,
বিষ-দাঁত গেল ফুটাইয়া।

পিতা যার শিব সদা,
মাতা সতী পতিব্রতা,
সে মেয়ে কি ডাকিনী এমন?
ভাবি শুধু মনে এই,
ওই না তাঁহার সেই,—
কত সাধ সোহাগের ধন!!

এক বার দেখ এসে,
সে তোমার,—অবশেষে,
করিছে তোমারি সর্ব্বনাশ।
আমার কিসের মান?
—সবি শেষ, অবসান,
—না হয় ঘটিবে বনবাস।—

১৩০২। ১৫ অগ্রহায়ণ।

সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী ফুল

দেখিয়ে দেখিয়ে মিটে না সাধ,
তাই অনিমেষে চাহিয়ে রই।
কত সুধাভরা তোমাতে নাথ!
জগতে তোমার তুলনা কই?

ভালবাসি প্রিয় তোমারে আমি,
জানিনে জনমে তোমারে বই।
আমি, তোমারি ধ্যানে দিবস যামী,
আপনা হারায়ে বিভোর রই।

চাহি না তোমায় বসায়ে হিয়ে,
প্রেমমকরন্দ করাতে পান।
চাহি না আশার মালা গাঁথিয়ে,
গলে উপহার করিতে দান।

থাকো ওই খানে সুদূর দূরে,
স্বরগ মরত ব্যবধা' মাঝে;
ও যে বাস তব দেবের পুরে,
কামনা বাসনা পলায় লাজে।

থাকো ওই খানে দেবতা-মত
　　ছড়ায়ে উজল মধুর জ্যোতিঃ।
পরাণ আমার বিস্ময়াহত
　　দূর হ'তে শুধু করিবে নতি।

শুধু চেয়ে র'ব মুখের পানে,
　　ও জ্যোতিঃ পড়িবে আমারো মুখে
ভাল বাসিব হে গোপনে প্রাণে,
　　মজিব ডুবিব গভীর সুখে।

১৩০২। অগ্রহায়ণ

সাধনা।

উচ্চ হইতে সাধ যদি মনে,
যত্ন তা হ'লে কর প্রাণপণে,
যত্ন নহিলে রত্ন না মিলে,
জেনো রেখো মনে সার।

এই পৃথিবীর নরচরিত্র,
কত বিভিন্ন কত বিচিত্র,
কত পঙ্কিল কত পবিত্র,
সংখ্যা নাহিক তার।

ধার্ম্মিক কেহ, কেহ পাষণ্ড,
নাস্তিক কেহ, কেহ বা ভণ্ড,
কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ ষণ্ড,
ধনী, বা ভিক্ষু কেহ।

কেহ কাপুরুষ স্বার্থ-প্রবণ,
অটল সাহসী বীর কোন জন,
কেহ চঞ্চল স্খলিত-চরণ,
—কারো বা অসীম থেহ

---

* থেহ—ধৈর্য্য।

চিরদিন কেহ নাহি রহে ভবে,
এসেছ যখন, পুন যেতে হবে,
করিবে যে কাজ, তাই শুধু রবে
—পড়িয়া তোমার পিছে।

'জীবন মরণ দুটী ভাই তারা,
কেহ কারে কভু নাহি হয় হারা;'
সত্য কথা এ ভুলে থাকে যারা,
জীবন তাদের মিছে।

পদে পদে তারা দিক ভুলে যায়,
কোথা যেতে, তারা কোথা চলে যায়;
পতঙ্গ হেন তারা শুধু ধায়
অনলে মরিতে জ্বলে।

তাহাদের নাম তাদেরি সহিতে,
যায় চিরতরে ধরণী হইতে;
নিত্য এমন কত না মহীতে
আসিছে যেতেছে চলে।

কয় জন বল খোঁজ রাখে তার?
তেমন মরণে কটা ক্ষতি কার?

নিতান্ত যারা হবে আপনার,
দু দিন দেখিবে শূন্য।

হও ধার্ম্মিক, হও বলবান,
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে হও আগুয়ান,
কর্ত্তব্য কর পণ রাখি প্রাণ,
বিঘ্ন করিয়া চূর্ণ।

জীবন অন্তে যাইবে স্বর্গ,
পূজিবে তথায় দেবতাবর্গ ;
পৃথিবী ভিতরে চিরদিন তরে,
রহিবে তোমার খ্যাতি।

আজিও ভীষ্ম অর্জ্জুন রাম,
আজিও প্রতাপ বাদলের নাম,
আছে উজ্জ্বল করি ধরাধাম ;
ছড়ায়ে যশের ভাতি।

তাঁহারা যে মহা সাধনার বলে,
এখনো পূজিত এ ধরণীতলে ;
সাধ্ সে সাধনা তোরাও সকলে,
এই বেলা প্রাণপণে।

তাঁরাও মানুষ জনম লইয়া,
এত বড় আজি গেছেন হইয়া,
তোরাও বড় হ তাঁদের দেখিয়া,
পথে চল্ শুভক্ষণে।

ধর্ দেখি তোরা প্রতিজ্ঞা বুকে,
'যা'ব উন্নত পথ অভিমুখে,
শত সঙ্কট দলি কৌতুকে,
আমরা শিশুর দল।

ভারতে সে দিন আনিব আবার,
আমরা ঘুচা'ব সকল আঁধার,
আমরা মুছা'ব ভারত মাতার
নয়নের অশ্রুজল।'

১৩০২। ২৭ অগ্রহায়ণ।

পরম পূজনীয় ৺ মহাত্মা লালাবাবু।

ওই যে অমৃত ধামে, অমৃতেশ্বরের কোলে
শোভিছে সে অমৃত সন্তান।
প্রেমে গদ্ গদ্ প্রাণ, পূর্ণ সুখে উচ্ছ্বসিত,
হাস্যমাখা সুন্দর বয়ান।

পরিয়া কৌপীন ডোর দণ্ড কমণ্ডলু হাতে,
লক্ষপতি ভিখারীর বেশে;
ত্যজিয়া সংসার ছার, জীবনের সার ধন,
খুঁজিয়া বেড়া'ত দেশে দেশে।

যে স্বর্ব্বস্বত্যাগী হ'য়ে, সর্ব্বস্ব ধনের তরে
বাহিরিতে পারে এই পথে;
সরবস্ব ধন সেই, পারে না পারে না কভু—
তাহার না হ'য়ে স্থির র'তে।

* * * * * *

ওই যে অমৃত ধামে, অমৃতেশ্বরের কোলে
শোভিছে সে অমৃত সন্তান!
ধ্রুব, বুদ্ধ, প্রহ্লাদাদি যে স্থানের অধিকারী,
ওই দেখ ওই সেই স্থান!

ধন্য তুমি কৃষ্ণচন্দ্র *! গঙ্গাগোবিন্দের বংশ
পবিত্র হইল তোমা হ'তে।
আজো তব নাম স্মরি কত দূরদেশবাসী
বিভোর কি প্রেমামৃতস্রোতে!

উদ্দেশে চরণে তব দেবতা প্রণাম করি,
এ বংশের বধূ তব আমি;
এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণচিহ্ন
হউক আমার অগ্রগামী।

১৩০২। অগ্রহায়ণ।

---

* কৃষ্ণচন্দ্র লালা বাবুর নাম।

কি প্রকাশি কব

(গীত

কি প্রকাশি কব,
জানিছ তো সব,
তুমি অন্তরযামী হে।
কি লুকান আছে,
বল তব কাছে ?
যত দোষ করি আমি হে
ক্ষমা পেতে আজি,
কাছে আসিয়াছি,
তোমারই ক্ষমা চাহি।
আর যেন কভু,
তব কাছে প্রভু !
অপরাধী হই নাহি হে।
তুমি আলো হ'য়ে,

সাথে চল ল'য়ে,
আমি তব অনুগামী।
ধরম করম',
তোমারি চরণ,
ভাবনা দিবসযামী হে

১৩০২। ২৩ পৌষ।

এস এ হৃদয়ে হরি।

যতই তোমারে খুঁজিতেছি,
ততই তোমারে বুঝিতেছি,—
কঠিন বলিয়া।

যতই ধরিব ভাবিতেছি,
আমি যে ততই আসিতেছি,—
দূরেতে চলিয়া।

প্রভু গো! মানিনু আমি হারি,
তোমারে আঁটিতে নাহি পারি,
মানিনু তোমারি জয় বলিয়া।

এসো তুমি ওহে মহারাজ!
বোসো এই হৃদয়ের মাঝ,
—দিও না দুঃখ আর ছলিয়া।

১৩০২। ১১ মাঘ

আজি মধুর।

(গীত)।

আজি মধুর চাঁদের আলো,
আজি, বহিছে মলয় বায়।
আজি, কাননে ফুলের মেলা,
আজি কোকিল পঞ্চম গায়।

আজি, ডুবায়ে আকাশ ধরা,
ছুটেছে সুধার ধারা;
আজি যেন রে জগত হয়েছে স্বাধীন
ভাঙিয়া পাষাণ কারা।

আজি, বাজিছে হরষ বাঁশী,
আজি, উঠিছে ললিত্র তান্।
আজি, জগতে সকলি গিয়েছে ভাসিয়ে,
—শুধুই হাসি ও গান।

আজি, জগত যেন রে আপনারি পায়ে,
প্রেমের অঞ্জলি করিছে দান।

আজি, জগত-নদীতে হরষ-তুফান ভারি,
আজি, ডেকেছে প্রেমের বাণ।
আজি, প্রেমের নেশায় বিভুল জগত-প্রাণ।

১৫০২। মাঘ।

পুরুষের প্রতি রমণী *।

(১)

তোমরা ভাব কি, তোমরা লইয়ে আ'স গো,
আমরা কেবলি বসিয়ে ভোজন করি।
তোমরা কেবলি কর বুঝি উপবাস গো ?
—শুনিয়া এ কথা আমরা সরমে মরি।
তোমরা ভাব কি, আপিসে কলম পিসিয়ে,
আমাদের মাথা রেখেছ আর কি কিনিয়ে !
ঢেলে দাও সব চরণে অর্ঘ্য আনিয়ে,
আমরা তা দিয়ে বসন ভূষণ পরি।

(২)

তা নয়, যতনে রাঁধিয়া বাড়িয়া মোরা গো,
মুখের সমুখে সাজায়ে রাখিয়া দি,।

---

* ৪র্থ বর্ষের শেষ সংখ্যার সাধনা প্রত্রিকার "আমরা ও তোমরা" শিরস্ক কবিতা পাঠে লিখিত।

ভাল যাহা কিছু তোমরা খেলেই সুখী গো,
মোরা অবশেষে প্রসাদ-কণিকা নি।
আহার নিদ্রা আমাদের বড় নাই গো,
সদা তোমাদের মঙ্গল ভাবনাই গো,—
লেগে আছে মনে ; তোমাদেরি মুখ চাই গো,
—সরস করিয়া তুলি এ পরাণটী।

(৩)

প্রভুর মতন সেবাটী তোমরা চাও গো,
দাসীর মতন আমরা খাটিয়া যাই ;
আমরা তাতেই জনম সফল মানি গো,
—সুখ সন্তোষ কিছু কোথা আর নাই।
তোমরা সুশ্রী সুন্দর ভালবাস গো,
তাই চাই মোরা গহনা পত্র বাস গো ;
—আবার যখন বিপদে পড়িয়া আ'স গো,
সে গুলি তখন আনিয়া যোগাই পায়।

(৪)

তোমাদের হিয়া কঠিন কুলিশে গড়া গো,
ভাঙে না, গলে না, বসে না একটী দাগ।
আমরা অবলা, ননীতে গড়ান হিয়া গো,
একটী আঙুল পরশে শতেক ভাগ।

আমরা সরলা, তোমরা গরলে ভরা গো,
চাও না সহজে নিকটেতে দিতে ধরা গো ;
সব দিয়ে ফেলি একেবারে মোরা ত্বরা গো,—
জীবন মনের সমস্ত অনুরাগ।

(৫)

আমরা কিছুরি করি নাকো আর আশা গো,
শুধু দুটো কথা মধুর মিষ্ট চাই।
তাই যদি পাই আদরে হরষে গলি গো,
তবে একেবারে কৃতার্থ হইয়ে যাই।
বিনা মাহিনার পেয়েছ কি কেনাদাসী গো,
দুপায়ে দলিয়া চলে' যাও উপহাসি' গো ;
আমরা চেয়ে রই নয়নজলে ভাসি' গো,
—তোমাদের মন কিছুতে হায় না পাই।

১৩০২। ৫ ফাল্গুন।

মৃত্যু ও প্রেম।

(১) মৃত্যু

(প্রেম যত ক্ষণ হৃদয়ে—)

(বিকাশ না পায়)

(ততক্ষণই)

(মৃত্যু)

(মানবের চক্ষে ভীষণ।)

কেরে তুই তমসারূপিণি!
আসিস্‌নে আসিস্‌নে কাছে!
এমন মধুর দৃশ্য এমন মধুর আলো,
এ সব চেয়ে কি লাগে তোর ও আঁধার ভালো?
ফিরে যা ফিরে যা তুই আপনারি মাঝে,
ওরে তুই আসিস্‌নে আসিস্‌নে কাছে।

ওরে, ও রাক্ষসী তুই কোথা হ'তে এলি বল্?
—এমন সুন্দর দেশ প্রীতিময় সমুজ্জ্বল;
তোর ও আঁধার দিয়ে,—

দিবি নাকি আবরিয়ে,
কোথায় লইয়ে যাবি আঁধার সাগর-তল।

আঁধার আঁধার বিনা,
সেথা কিছু আছে কি না
জানি না জানি না, সে যে নিতান্ত অজানা দেশ
যারে তুই ফিরে যারে,
সেথা আমি যা'ব নারে,
তরাসে কম্পিত দেহ, দেখি ও রাক্ষসী বেশ।

তরাসে বুঁজিনু আঁখি,
তবুও অন্তরে থাকি,
কেন রে দেখাস্ ভীতি, কি তোর করেছি বল্?
নিমেষে কেমনে হৃদি করিলি রে হতবল।

কে সেই নিষ্ঠুর জন, কেন রে গড়িল তোরে?
এই যে সুন্দর ধরা,
যাহার হাতের গড়া,
তোরো কি নিয়ন্তা সেই, বল্ দেখি বল্ মোরে।

হা ধিক্ সে বিধাতায় তবে!
বড়ই নির্দ্দয় সেই জন।

কি জানি কি ভাবে সে যে কি ভীষণ খেলা খেলে,
আপনি গড়িয়া কেন আপনি ভাঙিয়া ফেলে।
শুধুই খেলিতে যদি থাকে তার মন,
কেন তবে দিল সে জীবন?
—ভীতি কেন দিল তবে মনে?
করিল না কেন অচেতন?

কেন রে জীবন দিয়া,
সুখের আস্বাদ দিয়া,
আবার কাড়িয়া নিতে করে আকিঞ্চন?
এ সুখের ধরণীতে,
সেধেছিল কে আসিতে,
আমার করিয়া কেন করিল অর্পণ!

আমার সুখের লাগি,
বিশ্ব সদা রহে জাগি,
অবিরত করে মোর সন্তোষ সাধন।
আমারি নয়নপ্রীতি,
অবনী নবীনা নিতি,
আমার সুখের তরে কত আয়োজন!

পূর্ণ সুখে ভরা গেহ,
জনক জননীস্নেহ,
পত্নীপ্রেম, প্রীতিভরা প্রিয় সখাগণ।
এ সব কিসের তরে তবে!
দুদিনেই যদি কেড়ে নিবে?
জানি না এ কি ভীষণ খেলা,
এতে তার কি সাধ মিটিবে!

(২) প্রেম

(প্রেম হইতে মানব হৃদয়ে)
(বিশ্বাস আসে।)

প্রকৃতি লো প্রেয়সী আমার!
আমি তোরে বড় ভালবাসি।
সংসারের শত কাজ ফেলি,
তোর কাছে তাই ধেয়ে আসি।

তুই মোর হৃদয়ের সখী,
তুই মোর পরাণের প্রিয়া।
তুই মোর জীবনের সুখ,
তোরি ধ্যানে বিভোর এ হিয়া।

কঠোর এ সংসারের মাঝে,
আমি অতি ক্ষুদ্র এক জন।
বালুকার স্তূপের ভিতর,
এক কণা বালুকা যেমন।

তারাভরা অসীম আকাশে,
একটী যে তারা অতি ক্ষীণ,
কার চোখে পড়ে বল সেটী ?
—আমিও তেমনি দীনহীন।

কিন্তু যবে সংসার হইতে,
তোর কাছে আসি আমি প্রিয়ে!
তুই মোরে যতনে রাখিস্,—
হৃদয়ের মাঝারে তুলিয়ে।

ভুলে যাই তোর কাছে এসে,
ক্ষুদ্র আমি দীনহীন অতি।
বিশ্বময় হয়ে যাই যেন ;
প্রণয়ের কি বিচিত্র গতি!

ক্ষুদ্র এই জীবনের মাঝে,
তাই আর থাকিতে না পারি।

সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে যেন,
তোমাতে মিশিতে আমি পারি।

ওগো মৃত্যু সুহৃৎ আমার,
ঘটাতে এ মধুর মিলন,
তুমি বিনা কেহ নাই আর ;
—করি তাই তোমারে স্মরণ।

প্রিয়তমে ! আর তোরে আমি,
এক তিল কভু না ছাড়িব।
বিশ্বময় হ'য়ে বিশ্বময়ি !
বুকে তোরে জড়ায়ে রাখিব।

ফুলরূপে ফুটিয়া উঠিব,
সুভূষণ ও বর বপুর।
সলিল হ'য়ে বাঁধা রহিব,
ও চরণ যুগলে,—নূপুর।

প্রতি পদক্ষেপে তব আমি,
করি কুলু কুলু কলধ্বনি,
মধু মধুরে বেজে উঠিব,
—গান তোরে শুনাব স্বজনি।

সুখপরশ সমীর হ'য়ে,
ব্যজন করিব চারু দেহে ;
ধীরে ধীরে অতি প্রেমভরে,
বিপুল গভীর অতি স্নেহে।

সীমন্তের সিন্দূর তোমার,
অয়ি সীমন্তিনি ! অয়ি প্রিয়ে !
রঙীন করিয়া দিব আরো,
আরও একটু জ্যোতিঃ দিয়ে ।

বিমল নীলাভ বর্ণ তোর,
আমার পরাণ খানি দিয়ে,—
সুনীল করিয়া দিব আরো ;
দিব আরো মধুর করিয়ে।

এইরূপে অয়ি ! প্রিয়তমে,
তোর কাছে সদাই রহিব।
ডুবে র'ব অনন্ত মিলনে,
বিরহেরে কভু না বরিব।

১৩০২। মাঘ।

ভারতীর প্রতি।

জয় মা ভারতী দেবী বীণাপাণি!
প্রসন্ন নয়নে চাহ গো মা!
এ হৃদিকমলে স্থাপি পা দুখানি,
মনোশিলাসনে বসিয়া মা বাণি!
বীণা বাজাইয়ে গাহ গো মা!

জগত-প্লাবন ওই সুধাস্বর,
উঠিবে উছসি' ভেদিয়া অন্তর,
প্রতিধ্বনি তার ক্ষীণ ক্ষীণতর
জগত শুনিয়া মুগ্ধ হবে।
সেই অমৃতগীতধারা পানে,
নীরস কঠিন মানব পরাণে
বিমল আনন্দ প্রবাহ ব'বে।

জয় মা ভারতী দেবী বীণাপাণি!
এ মনো-আসনে উরহ মা!
হৃদয়-কমলে স্থাপি পা দুখানি
বীণা করে তুলি লহ গো মা!

বীণার ঝঙ্কারে চেতনা আনো
অচেতন প্রায় শুষ্ক প্রাণ,
জগতপ্লাবন গাহ মা গান,
জীবন সার্থক করিয়া লই।
শুনিতে শুনিতে বীণার ঝঙ্কার,
ও তব সঙ্গীত অমৃতধার,
পিয়িতে পিয়িতে আনন্দে তোমার
চরণের তলে মূরছি' রই।

সম্পূর্ণ।